দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক শাসন পদ্ধতি

ডেমোক্রেসি পার্টনারশীপের অধীনে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড সমূহ

The Asia Foundation

দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক শাসন পদ্ধতি

ডেমোক্রেসি পার্টনারশীপের অধীনে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ

প্রকাশ কাল
এপ্রিল, ২০০২

মুদ্রণ স্বত্ব
দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

এশিয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষে কেস স্টাডি প্রস্তুতকরণ ও সমন্বয়
ফওজিয়া করিম ফিরোজ, কনসালট্যান্ট
ড. সালাউদ্দিন এম. আমিনুজ্জামান, কনসালট্যান্ট
ড. ক্যারেন এল. ক্যাম্পার, প্রতিনিধি
ডেবি ইনগ্রাম, কনসালট্যান্ট
রিফাত জাহান, প্রোগ্রাম অফিসার

নকশা ও মুদ্রণ
দি ক্যাড সিস্টেম, ঢাকা

The Asia Foundation

এই প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে ডেমোক্র্যাসি পার্টনারশীপ কো-অপারেটিভ এগ্রিমেন্টের (নং ৩৮৮-এ-০০-৯৫-০০০৪০-০০) অধীনে ইউএস এজেন্সী ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের সহায়তায়। এখানে যে মতামতগুলো প্রকাশ করা হয়েছে তা একান্তই লেখকের এবং কোনক্রমেই ইউএসএইডের ধারণা নয়।

The Asia Foundation

সূচিপত্র

সূচনা ১

বাংলাদেশের মানচিত্র ৩

ডেমোক্রেসি পার্টনারশীপ এপ্রোচ ৫

স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত পরিষদ ৭
- কাঠামো ৭
- ভূমিকা ৮
- চ্যালেঞ্জ ৯
- এনজিও'র সঙ্গে ইউপি'র সম্পর্ক ১২

কমিউনিটিভিত্তিক এডভোকেসি ১৪

সহযোগী এনজিওদের প্রোফাইল ১৬
- স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত পরিষদ ১৬
  - ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশন অফ ভিলেজ এনভায়রণমেন্ট (ওয়েভ) ১৬
  - কেয়ার-এর আপওয়ার্ড প্রকল্প ১৯
- কমিউনিটি এডভোকেসি ২১
  - সমতা ২১
  - রংপুর দিনাজপুর রুরাল সার্ভিস (আরডিআরএস) ২৫
  - বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজ (বিসিএএস) ২৯
- স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ ও কমিউনিটিভিত্তিক এডভোকেসি ৩১
  - বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস) ৩১
  - ইন্টারন্যাশনাল ভলান্টারী সার্ভিসেস (আইভিএস) ৩৩
  - উত্তরণ ৩৫
  - শরিয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস) ৩৬

উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ ৩৭
- স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ সংক্রান্ত কর্মকান্ড ৩৭
- কমিউনিটি ভিত্তিক এডভোকেসি ৪১

ভবিষ্যৎ রূপরেখা ৪৪

সূচনা

বাংলাদেশ হলো ১২ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষের একটি দেশ।[১] এদেশের বেশিরভাগ মানুষ অত্যন্ত গরিব, যে কারণে মানব উন্নয়ন সূচকের অন্তর্ভুক্ত ১৬২ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩২ নম্বরে।[২] বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর এবং দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) ২২.২ শতাংশের যোগান আসে কৃষি থেকে।[৩] আশি শতাংশেরও বেশি মানুষ গ্রামে বাস করে। গ্রামে বসবাসকারী মানুষদের বেশিরভাগ দিনমজুর কিংবা বর্গাচাষী। তাদের পক্ষে কাজ যোগাড় করা কিংবা আয়মূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা একটি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। প্রায় সারাবছরই তারা কাজ যোগাড় করতে হিমশিম খায়। তাছাড়া স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন সুবিধা, ভালো মানের পুষ্টিকর খাবার এবং উপযুক্ত আবাসন থেকেও তারা বঞ্চিত। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ তারা পায় না বললেই চলে। বর্তমানে দেশে অশিক্ষিত বয়স্ক মানুষের সংখ্যা প্রায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ, যা দেশের মোট বয়স্ক জনসংখ্যার ৫৯.২ শতাংশ। অশিক্ষিত বয়স্ক নারীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি – ৭০.৭ শতাংশ।[৪] দারিদ্র, বেকারত্ব, পর্যাপ্ত কাজের অভাব, অস্বাস্থ্য, দুর্বল স্যানিটেশন ব্যবস্থা, অপুষ্টি এবং শিক্ষা ও গাণিতিক দক্ষতার অভাব ইত্যাদি নানান কারণ দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের স্থানীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে কিংবা তাদের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করে। তাছাড়া রাজনৈতিক – অর্থনীতি সমাজের সামন্ত শ্রেণীর সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা গুটিকয়েক মানুষের হাতে সীমিত হয়ে আছে। অধিকন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক এবং এই সমাজ ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীকে কোনঠাসা করে রাখা হয়েছে ও তাদের নিজেদের স্বার্থ অর্জনে সুযোগ পর্যন্ত রাখা হয়নি।

রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ একটি নবীন গণতান্ত্রিক দেশ। দেশটি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। দেশটিতে অবাধ ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচন ব্যবস্থা মাত্র সেইদিন ১৯৯১সালে সামরিক শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করার মাধ্যমে পুনঃ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক দলগুলো কোন একটি ইস্যুতে আদর্শ ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে জোটবদ্ধ না হয়ে প্রচলিত সম্পর্কের ভিত্তিতে জোট তৈরি করে থাকে। দেশে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষে একটি 'পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা' প্রণয়ন করা হয়। দেশের ক্ষমতা লাভকারী প্রত্যেক নতুন সরকার সাংবিধানিক ভাবে ও উত্তরসূরি হিসেবে এই 'পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা' বাস্তবায়নের দায়িত্ব পায়। প্রত্যেক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন এবং নারীর জন্য জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল গ্রহণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বিশেষ করে গ্রাম এলাকায় সুবিধাবঞ্চিত মানুষেরা সম্পদ, কর্তৃত্ব, প্রভাব বিস্তার ও ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সী ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এবং দি এশিয়া ফাউন্ডেশন (ট্যাফ) স্থানীয় পর্যায়ে শাসন ও গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থার মান উন্নয়নের লক্ষে ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা করে ডেমোক্রেসি পার্টনারশীপ

---

[১] হক, খাদিজা, *হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন সাউথ এশিয়া ২০০১*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, পৃষ্ঠা ১৬৩। উৎস: ইউএনডিপি।

[২] ইউনাইটেড নেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, *হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০১*, ইউএনডিপি, পৃষ্ঠা ১৪৩-৪।

[৩] নোট ১ অনুযায়ী, পৃষ্ঠা ১৫৭।

[৪] পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭১।

(ডিপি)। বাংলাদেশের গ্রাম পর্যায়ের শাসন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষে ডিপি হলো এযাবতকালের মধ্যে সবচেয়ে বড় উদ্যোগ। এই পার্টনারশীপের সূচনালগ্নেই বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক) কে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী অংশীদার হিসেবে পার্টনারশীপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ডিপি কৌশলগত কারণে জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের চেয়ে এনজিও এবং তৃণমূল সংগঠনগুলোতে বেশি বেশি কাজের দায়িত্ব অর্পণের উপর গুরুত্বারোপ করে। কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতি কি হবে সেটি ইউএসএআইডি'র 'কাস্টমার এপ্রাইজাল' এর উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। ইউএসএআইডি'র কাস্টমার এপ্রাইজাল থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী মনে করে স্থানীয় পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় ধরনের সংস্থাসমূহ তাদের সেবার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। স্থানীয় পর্যায়ের এ ধরনের সংস্থাসমূহকে তারা জনসেবার উপযুক্ত উৎস হিসেবে গণ্য করে থাকে। যদিও ডিপি'র বেশিরভাগ সম্পদের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে তবে জাতীয় নীতি, আইন, বিচার ব্যবস্থা এবং নির্বাচনী পদ্ধতি সংক্রান্ত কর্মকান্ড যা স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতায়নে সরাসরি প্রভাব রাখতে সক্ষম হবে এমন সব উদ্যোগকে পার্টনারশীপ সহায়তা করেছে।

বাংলাদেশের মানচিত্র

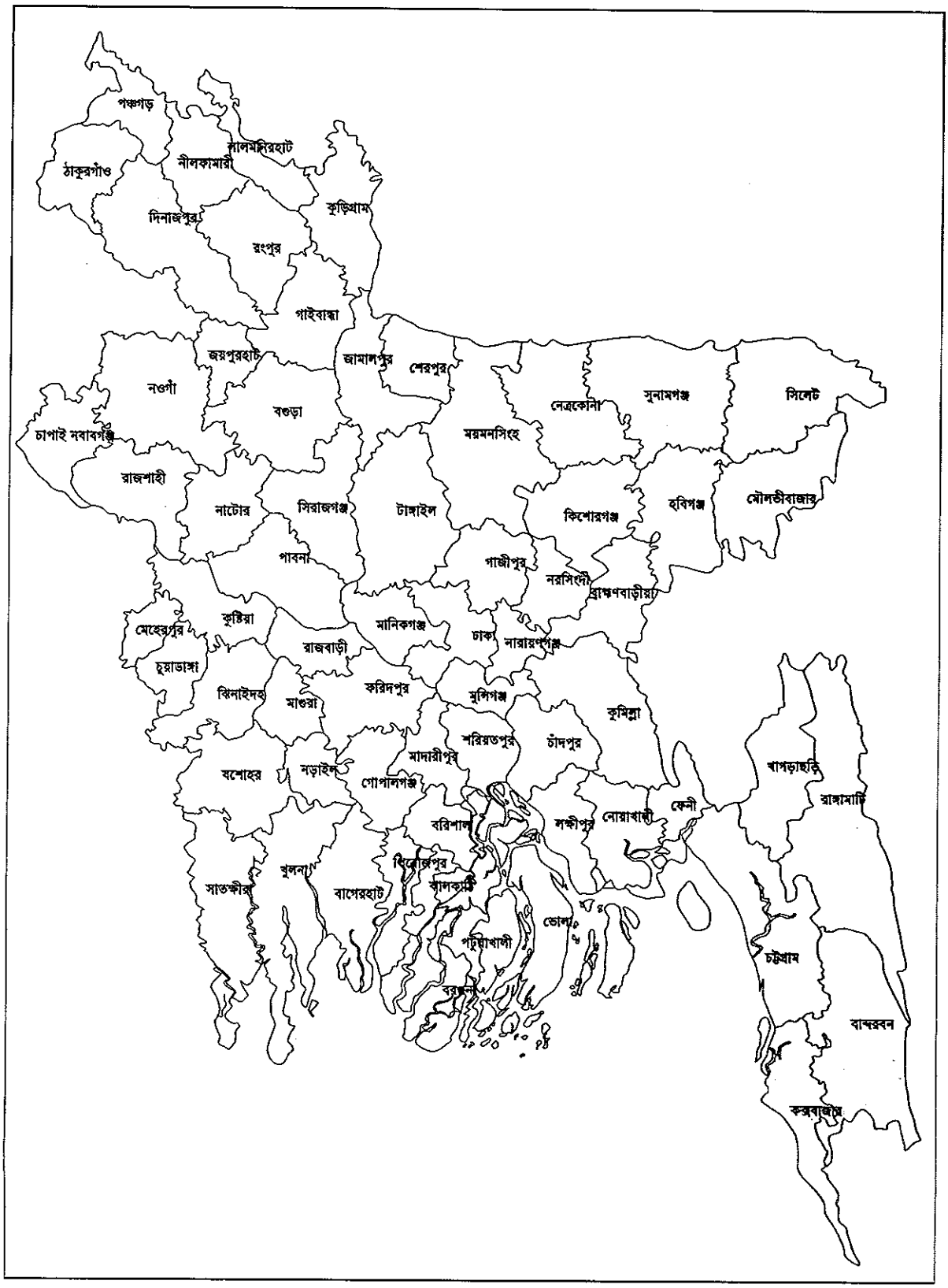
পঞ্চগড়
ঠাকুরগাঁও
নীলফামারী
লালমনিরহাট
কুড়িগ্রাম
দিনাজপুর
রংপুর
গাইবান্ধা
জয়পুরহাট
জামালপুর
শেরপুর
নওগাঁ
বগুড়া
নেত্রকোনা
সুনামগঞ্জ
সিলেট
চাপাই নবাবগঞ্জ
ময়মনসিংহ
রাজশাহী
নাটোর
সিরাজগঞ্জ
টাঙ্গাইল
কিশোরগঞ্জ
হবিগঞ্জ
মৌলভীবাজার
পাবনা
গাজীপুর
নরসিংদী
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
কুষ্টিয়া
মেহেরপুর
মানিকগঞ্জ
ঢাকা
নারায়ণগঞ্জ
রাজবাড়ী
চুয়াডাঙ্গা
ঝিনাইদহ
মাগুরা
ফরিদপুর
মুন্সিগঞ্জ
কুমিল্লা
শরিয়তপুর
চাঁদপুর
মাদারীপুর
যশোহর
নড়াইল
গোপালগঞ্জ
খাগড়াছড়ি
রাঙ্গামাটি
ফেনী
বরিশাল
লক্ষীপুর
নোয়াখালী
খুলনা
ঝিনাইদপুর
পালকাঠি
সাতক্ষীরা
বাগেরহাট
ভোলা
পটুয়াখালী
চট্টগ্রাম
বরগুনা
বান্দরবন
কক্সবাজার

ডিপি'র এপ্রোচ

স্বাধীনতাত্তোরকালে বাংলাদেশের গ্রামীণ ধারার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার পথ পরিক্রমায় গ্রামভিত্তিক বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা এনজিও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধরনের এনজিওগুলোর কমিউনিটি বা গ্রামীণ সমাজে একটি শক্ত অবস্থান রয়েছে। এনজিওগুলো দীর্ঘ অনেক বছর যাবত গ্রামীণ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষে বিভিন্ন ধরনের সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করলেও স্থানীয় সরকার কাঠামোর সঙ্গে তাদের কাজের ঘনিষ্ঠতা বা সম্পৃক্ততা খুব অল্পই তৈরি হয়েছে। এরকম একটি অবস্থায় ডেমোক্রেসি পার্টনারশীপের কর্মকান্ডকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে স্থানীয় পর্যায়ের এনজিওগুলো নির্বাচিত স্থানীয় সরকার পরিষদ ও বিভিন্ন ধরনের কমিটি ও ক্লাবের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করতে পারে। এ ধরনের পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো, স্থানীয় সরকার পরিষদকে আরো বেশি দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক করা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য দি এশিয়া ফাউন্ডেশন যোগান-চাহিদা মডেল নীতি অনুসরণ করেছে।

যোগান-এর অন্তর্ভুক্ত কর্মকান্ডের লক্ষ্য হলো নির্বাচিত স্থানীয় সরকার পরিষদ *(ইউনিয়ন পরিষদ)* যাতে তাদের নির্বাচনী এলাকার স্বার্থের ব্যাপারে সচেতন থাকে এবং সাড়া দেয়। এ লক্ষে সম্পাদিত কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল নির্বাচিত পরিষদকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অবগত করা; নির্বাচিত স্থানীয় সরকার পরিষদের সদস্যদের নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষে কোন একটি পদ্ধতি খুঁজে বের করা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে উৎসাহিত করা। পার্টনারশীপের কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও অন্যান্য সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তার সাধারণ দক্ষতা ও জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। দি এশিয়া ফাউন্ডেশন ডিপি কার্যক্রমের আওতায় ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ও সংগঠনের সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের সম্পৃক্ততা বাড়াতে এনজিও উদ্যোগকে সহায়তা করেছে।

যোগান দিকের এই ধরনের কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে ডিপি স্থানীয় সরকার, কমিউনিটি এবং পাঁচটি অংশীদার এনজিও'র মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। কর্মকান্ডের অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি এনজিও হলো বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস), ইন্টারন্যাশনাল ভলান্টারী সার্ভিসেস (আইভিএস), ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন অফ ভিলেজ এনভায়রণমেন্ট (ওয়েভ), কেয়ারের আপওয়ার্ড প্রকল্প এবং উত্তরণ। এই এনজিওগুলোকে এখন বিশেষায়িত কারিগরি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং সরকারি কর্মকর্তা ও সাধারণ জনগণ স্বীকার করেন এনজিও উদ্যোগ সুশাসন বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে।

চাহিদা দিকের কর্মকান্ড সাজানো হয়েছে কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করার লক্ষে কারণ এ ধরনের সংগঠনগুলো সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষকে সম্পদের যোগান নীতিমালা ও কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করতে পারে। কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনগুলো এলাকার সাধারণ জনগণকে স্থানীয় সরকার পরিষদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করা, তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো উপস্থাপন করা এবং নির্বাচিত ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জবাবদিহি করার সুযোগ তৈরি করে দেয়। পার্টনারশীপের সহায়তায় এনজিওগুলো বিভিন্ন ধরনের এডভোকেসি কর্মসূচি ও জনস্বার্থে মামলা নিস্পত্তি কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের স্বার্থকে তুলে ধরা ও প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পেরেছে।

চাহিদা দিকের অন্যতম চ্যালেঞ্জ সুশাসনকে প্রতিষ্ঠিত করতে দি এশিয়া ফাউন্ডেশন কমিউনিটিভিত্তিক এডভোকেসি কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত এনজিওগুলোকে সহায়তা করেছে। এই এনজিওগুলো কমিউনিটির সচেতনতা তৈরিতে এবং উন্নততর কমিউনিটি সেবা

প্রতিষ্ঠার লক্ষে সুনির্দিষ্ট যৌথ কার্যক্রম প্রণয়ন এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণ ও তাদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সরকারি নীতি বাস্তবায়ন ও মানসম্পন্ন জনসেবা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখে চলেছে। পাশাপাশি এনজিওগুলো জনসেবামূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের বৃহত্তর প্লাটফর্ম তৈরি ও জবাবদিহিতার কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে কাজ করছে। এ কাজে ডেমোক্রেসি পার্টনারশীপের চারটি সহযোগী সংস্থা গুরুত্বসহকারে নিজেদেরকে ব্যাপৃত রেখেছে। সংস্থাগুলো হলো সমতা, রংপুর দিনাজপুর রুরাল সার্ভিস (আরডিআরএস), বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজ (বিসিএএস) এবং শরিয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)।

স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ

কাঠামো

সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী বাংলাদেশকে মোট ৬টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা, ৪৪৮ টি উপজেলা (যেগুলো থানা নামেও পরিচিত), এবং ৪২৭৬টি ইউনিয়নে ভাগ করা হয়েছে। একটি ইউনিয়ন ১০ থেকে ১২টি গ্রাম নিয়ে গঠিত এবং সাধারণত ২০ থেকে ২৫ হাজার নাগরিক একটি ইউনিয়নে বসবাস করেন। প্রতিটি ইউনিয়নে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একটি কাউন্সিল রয়েছে যেটি ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নামে পরিচিত। ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় জনসাধারণের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান কাঠামো (১৯৯৭ সাল থেকে কার্যকর) অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ একজন চেয়ারম্যান ও ১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত।

একটি ইউনিয়ন ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য ওই ওয়ার্ডের জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন করে ইউপি সদস্য রয়েছেন, যিনি পুরুষ কিংবা নারী যে কেউ হতে পারেন। যদিও বাংলাদেশে নির্বাচিত অদিকাংশ ইউপি সদস্য পুরুষ। এছাড়াও প্রতিটি ইউনিয়নে তিনটি সংরক্ষিত আসন রয়েছে মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য। সংরক্ষিত তিনটি আসনের প্রতিটি একটি ইউনিয়নের ৩টি করে ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত এবং সংরক্ষিত আসনের জন্য শুধুমাত্র মহিলা প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। পূর্বে সংরক্ষিত মহিলা আসনের ৩ জন সদস্যকে ইউপি চেয়ারম্যান মনোনয়ন দিতেন। কিন্তু ১৯৯৭ সাল থেকে তারা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। নতুন এই ব্যবস্থায় যেহেতু একজন মহিলা সদস্যের নির্বাচনী এলাকা একজন পুরুষ সদস্যের চেয়ে ৩ গুণ বড় তাই ইউপি'র ক্ষমতা চর্চার ক্ষেত্রে অনেকসময় এটি প্রভাবিত করে।

একটি ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান হলেন প্রধান নির্বাহী এবং তিনি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। চেয়ারম্যান পুরুষ কিংবা মহিলা যে কেউ হতে পারেন, যদিও বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ চেয়ারম্যান পুরুষ। পদের কারণে চেয়ারম্যান ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে অত্যন্ত পরিচিত ও ক্ষমতাশালী একজন ব্যক্তি। এছাড়াও ইউনিয়নের প্রধান ব্যক্তি ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁর যথেষ্ট পরিমাণে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব রয়েছে। তিনি পদাধিকার বলে ইউনিয়নের প্রায় সকল ধরনের সভা পরিচালনা করেন এবং বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কমিটি গঠন, ব্যয় অনুমোদন ও সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য সরকারের উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ করেন।

ইউনিয়ন পরিষদের সকলেই ৫ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হন। ইউনিয়ন পরিষদের কয়েকটি আনুষ্ঠানিক কাজের মধ্যে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, রাস্তাঘাট, সাঁকো, কালভার্ট এবং অন্যান্য অবকাঠামো তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ; স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি সম্প্রসারণ, বনায়ন, ত্রাণ বিতরণ এবং সালিশ সেবা প্রদান; হাজা-মজা পুকুর সংস্কার করা; বাজারের খালি জায়গা ইজারা দেয়া; এবং জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু নিবন্ধন করা।

ইউনিয়ন পরিষদ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে যিনি সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে একটি উপজেলার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। তিনি কোনমতেই জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হন না। জেলা পর্যায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি তাঁর এলাকার সকল ইউনিয়ন পরিষদের দেখাশোনা করেন। জাতীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদগুলো সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডিসি) মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত। ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট নিয়মিতভাবে ইউএনও, ডিসি এবং স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক কর্তৃক পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হয়ে থাকে। এছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রণালয়গুলো প্রায়শ বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইউনিয়ন পরিষদকে নির্দেশনামূলক চিঠি ইস্যু করে।

ভূমিকা

জানা মতে, ইউনিয়ন পরিষদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো কমিউনিটির উন্নয়নের লক্ষে গৃহীত বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবহার করা। ইউনিয়ন উন্নয়ন তহবিলের অর্থ সরকারের মাধ্যমে বিভিন্ন উৎস থেকে আসে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থ কিভাবে ও কোথায় ব্যয় করা হবে সেটি নির্ধারণ ও সমন্বয় করেন সরকারের মন্ত্রণালয়গুলো এবং সেটি অনুমোদন করে সংসদ, পরবর্তীতে সেই অর্থ স্থানীয়ভাবে খরচের অনুমোদনসহ থোক বরাদ্দ হিসেবে দেশের প্রতিটি উপজেলাতে পাঠানো হয় স্থানীয়ভাবে ব্যবহারের লক্ষে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট কতগুলো নিয়মের ভিত্তিতে ইউনিয়নগুলোতে বরাদ্দ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা) ও উপজেলা উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বেশিরভাগ ইউনিয়ন তাদের মোট রাজস্ব বাজেটের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পেয়ে থাকে। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়নের জনগণের কাছ থেকে কর আদায় করে। আদায়কৃত মোট করের অর্থ শতাংশ ফরমূলা অনুযায়ী উপজেলা, জেলা ও ইউনিয়নের মধ্যে ভাগ করা হয়।

ইউনিয়ন তহবিলের অর্থ ব্যয় করে কমিউনিটির সেবা ও উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক ইউপি সদস্যকে প্রধান করে একটি করে কমিটি গঠন করার বিধান কেন্দ্রীয় সরকারের দিক থেকে রয়েছে। কমিটি কি ধরনের কাজ করবে সেটি নির্ধারণ করেন ইউপি চেয়ারম্যান। কেন্দ্রীয় সরকারের বিধান অনুযায়ী ১২জন ইউপি সদস্যকে প্রধান করে ১২ টি স্ট্যান্ডিং কমিটি থাকার কথা থাকলেও জেন্ডার বৈষম্যের কারণে কখনো কখনো মহিলা সদস্যকে পুরুষ সদস্যদের মতো একই ধরনের দায়িত্ব দেয়া হয় না। এই কমিটিগুলো ইউনিয়নে কি ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে অর্থাৎ নতুন রাস্তা ও সাঁকো নির্মাণ করা হবে নাকি পুরাতনগুলো মেরামত করা হবে, কোন নির্দিষ্ট ধরনের স্বাস্থ্য যত্ন বা স্বাস্থ্য তথ্য কর্মসূচি, শিক্ষা সেবা, পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি, কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্প, বনায়ন প্রকল্প, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। কোন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে সেটি নির্ধারণ করার পর প্রতিটি সদস্য তার প্রকল্পকে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিষদের মধ্যে দেনদরবার করে। একবার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত তালিকা তৈরি হয়ে যাবার পর ইউপি চেয়ারম্যান প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পাওয়ার লক্ষে ইউএনও এবং ডিসি'র সঙ্গে আলোচনা করেন। বরাদ্দকৃত অর্থ যদি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট না হয় তবে ইউনিয়ন পরিষদ ঘাটতি পড়া অর্থ সংগ্রহের লক্ষে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের লোকের সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। যেমন ধরা যাক, কোন একটি ব্রীজ নির্মাণকালে ইউপি সদস্য অবশ্যই স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর কর্মকর্তা উপজেলা প্রকৌশলীর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবে, অথবা কৃষি সহায়ক কোন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ইউপি সদস্য উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সঙ্গে কাজ করবে। নির্বাচনী এলাকার জন্য কোন কাজগুলো সর্বাধিক দরকারি সেগুলো চিহ্নিত করা, কাজগুলো সম্পন্ন করার লক্ষে তহবিল ও মানব সম্পদ জোগাড় ও ব্যবস্থা করা এবং সরকারি দপ্তরগুলোর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক আইন ব্যবস্থার আওতায় ইউপি ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন ও গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ ১৯৭৬ মোতাবেক স্বল্প পরিসরে ছোটখাট অপরাধ ও নাগরিক অধিকার ভঙ্গের সালিশ করতে পারে। ইউপি পরিচালিত গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত অধিকাংশ ইউপি সদস্যদের মতামত বা সম্মতির ভিত্তিতে গৃহীত হয়। চেয়ারম্যান সাধারণত গ্রাম আদালত পরিচালনা করেন। গ্রাম আদালতের বিচারক হিসেবে চেয়ারম্যানকে সহায়তা করতে বাদীও বিবাদীর পক্ষ থেকে দুজন করে প্রতিনিধি থাকে। ইউপি সদস্য ও বাদী ও বিবাদী পক্ষ থেকে দুজন করে প্রতিনিধি অংশ নেন। তবে বাদী ও বিবাদী পক্ষের প্রতিনিধিগণের মধ্যে একজন করে অবশ্যই ইউপি সদস্য হতে হবে। অপর প্রতিনিধি এমন কেউ একজন হবেন যিনি কমিউনিটির মানুষের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র।

এ ধরনের গ্রাম আদালতে মহিলা, এমনকি মহিলা ইউপি সদস্য খুব কম সময়েই অংশগ্রহণের সুযোগ পান। এমন হওয়ার কারণ জেন্ডার বৈষম্যমূলক ঐতিহ্য ও সামাজিক প্রথা যা আমাদের সমাজের মহিলাদেরকে নিজ কমিউনিটির বাইরে যেতে এবং/অথবা নেতৃত্বশীল কাজ করার ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ।

ইউপি সদস্যরা তার নির্বাচনী এলাকার জনগণের মধ্যে সামাজিক কল্যাণ কার্ড বিতরণ করার ক্ষমতা রাখেন। এই কার্ড একজনকে সরকার পরিচালিত নির্দিষ্ট ধরনের কার্যক্রম থেকে ত্রাণ সংগ্রহের সুযোগ দেয় এবং ইউপি সদস্যরা তাদের নির্বাচনী এলাকার মধ্য থেকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় কারা কাজ করবে সেই তালিকা প্রস্তুত করেন। চেয়ারম্যান সাধারণত নিজের বিবেচনা মোতাবেক ভারনারেবেল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) কার্ড এবং বয়স্ক ভাতা ইউপি সদস্যদের মাঝে ভাগ করে দেন। পরবর্তীতে ইউপি সদস্যরা নিজেদের নির্বাচনী এলাকার মধ্য থেকে তালিকা প্রস্তুত করে উপযুক্ত ব্যক্তিদের মাঝে ভিজিডি কার্ড ও বয়স্ক ভাতা বিতরণ করেন। একইভাবে চেয়ারম্যান কাজের বিনিময়ে খাদ্যের এক একটি অংশ প্রত্যেক ইউপি সদস্যকে ভাগ করে দেন। এরপর ইউপি সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেন তার নিজের ওয়ার্ডের কোন কোন ব্যক্তি সেই কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে অংশ নিবে।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্দিষ্ট কয়েক ধরনের কর ও ফি আদায়ের লক্ষ্য মূল্যায়ন এবং কর ও ফি সংগ্রহ করতে পারে। যেমন বাসাবাড়ির উপর ধার্যকৃত কর, ব্যবসায়ীদের মধ্যে হাট-বাজার ইজারা প্রদানের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ, এবং জলমহাল ব্যবহারের অনুমোদন প্রদানের মধ্য দিয়ে সংগৃহীত অর্থ। এ ধরনের করের পরিমাণ কি হবে সেটি তারা পূর্ব নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারণ করতে পারে।

ইউনিয়ন পরিষদের উপর অর্পিত অন্য দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করা। যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ এর রেজিস্টার। তাছাড়াও অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত রেজিস্টার, গ্রাম আদালতের বিবরণী রেজিস্টার, ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত রেজিস্টার এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির অংশগ্রহণকারীর রেজিস্টার ইত্যাদি।

এছাড়াও ইউপি চেয়ারম্যান কয়েকজন কর্মচারীর তত্ত্বাবধান করেন এরা হলেন, ইউপি সচিব, কয়েকজন চৌকিদার এবং দফাদার। এদের নির্বাচন ও নিয়োগের ব্যবস্থা করে উপজেলা কর্তৃপক্ষ। ইউপি চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদ অফিসের ভৌত কাঠামো ও সুবিধাদিও দেখাশোনা করেন। লক্ষ্য করা যায় অনেক ক্ষেত্রেই ইউনিয়ন পরিষদের লোকবল ও সুবিধাদি অত্যন্ত সীমিত আকারে থাকে।

চ্যালেঞ্জ

ভূমিকা ও দায়িত্ব

বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের উপর অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। এ ধরনের অন্যতম একটি মৌলিক বাধা হলো ইউপি সদস্য ও চেয়ারম্যান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নন। ইউপি সদস্য ও চেয়ারম্যানের জন্য সরকারের পক্ষে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ লোকাল গভার্মেন্ট (এনআইএলজি) স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে থাকে। এই কোর্সে সংক্ষিপ্তভাবে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব ও কতর্ব্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়, যাতে মূলত দৈনন্দিন কাজ যেমন, বিভিন্ন ধরনের রেজিস্টার কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়। কিন্তু জনপ্রতিনিধি হিসেবে জটিল দায়িত্বগুলোর

ব্যবস্থাপনা কিভাবে করতে হবে সে সম্পর্কে তাদেরকে কোন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। যেহেতু এই ধরনের প্রশিক্ষণ অপর্যাপ্ত ও যেহেতু এই প্রশিক্ষণে কোন কিছুই বিস্তারিত ভাবে জানানো হয় না এবং যেহেতু ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কাজের ধরণ বা দায়িত্ব কর্তব্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয় সে কারণে ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে অনবহিত থাকেন। কোন চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য যখন প্রথমবারের মতো নির্বাচিত হন তখন তারা অভিজ্ঞ অপর ইউপি সদস্যদের উপর নির্ভরশীল হন। এক্ষেত্রে অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় পুরনো ও অভিজ্ঞরা প্রভাব বিস্তার করতে চায় এবং তারা সম্পদের উপর কর্তৃত্ব করতে আগ্রহী ও উদ্যোগী হয়। অনেক সময় পুরনোরা তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যাপারে খুব অনিচ্ছুক থাকেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মহিলা সদস্যরা সবচেয়ে বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হন। কারণ জীবনের বেশিরভাগ সময় বাসাবাড়ির কাজ করার কারণে আইন, বাজেট করার প্রক্রিয়া এবং ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকান্ড সম্পর্কে তাদের বেশিরভাগের অত্যন্ত সীমিত ধারণা রয়েছে।

অপরদিকে একটি নির্বাচনী এলাকার জনসাধারণ যাদের প্রত্যক্ষ ভোটে ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যরা নির্বাচিত হয়েছেন সেই জনগণও ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা ও দায়িত্ব এবং স্থানীয় সরকার পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কে অত্যন্ত কম জানে। যে কারণে এলাকার জনসাধারণ বুঝতে পারে না কি করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করানো যাবে, কি করে তহবিলের অর্থ ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কিংবা আইন ও বিচার প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়া যাবে। জনসাধারণ বুঝতে পারেন না নির্বাচিত ইউপি সদস্য ও চেয়ারম্যান জনস্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করলে তাদের করণীয় কি হবে। এ ধরনের অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকায় নাগরিকগণ অত্যন্ত সীমিত পরিসরে তাদের ভূমিকা পালন করতে পারেন। এতে করে গণতন্ত্রের প্রক্রিয়াও দুর্বল হয়ে থাকে।

স্বচ্ছতা

স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্য একটা মৌলিক চ্যালেঞ্জ হলো নির্বাচিত কর্মকর্তাদের কাজে স্বচ্ছতার বড় ধরনের অভাব। স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ সাধারণত উন্মুক্ত সভা আহ্বান করে না কিংবা পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো জনসমক্ষে প্রকাশ করে না। তাছাড়া পরিষদ সাধারণত বাজেট বা কর্মপরিকল্পনা তৈরির কাজে জনসাধারণের অংশগ্রহণের কোন সুযোগ রাখে না কিংবা তারা এ ধরনের ডকুমেন্ট বা কাগজপত্র সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে না। এ ধরনের স্বচ্ছতার অভাব থেকে বাজেট এবং উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জবাবাদিহিতার ব্যবস্থা রাখা হয় না। ফলশ্রুতিতে ইউপি সদস্য ও চেয়ারম্যান কখনো কখনো প্রকল্প বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঘুষ গ্রহণ করেন কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে আত্মসাৎ করেন।

ক্ষমতার কাঠামো

দুর্নীতি ও সামর্থ্যের অভাব ক্ষমতার কাঠামোকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে বড় ধরনের বাধা। সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ কখনো কখনো ইউপি সদস্য ও চেয়ারম্যানকে তাদের স্বপক্ষে কাজ করতে বাধ্য করার জন্য সন্ত্রাসী ও দুষ্কৃতিকারীদের নিয়োজিত করে। এ ধরনের দুষ্ট প্রকৃতির প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থকে দলিত করে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ আদায়ে তৎপর হয়। সবচেয়ে জঘন্য অবস্থাটি তৈরি হয় যখন ইউপি সদস্যরা নিজেদের ক্ষমতা ও আর্থিক সুবিধা আদায়ের জন্য নির্বাচনী এলাকাকে জিম্মি করতে ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করে। আরো লক্ষ্য করা যায়, অনেক সময় ইউপি সদস্যরা প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে কিংবা দুর্নীতি

করার সুযোগ পেতে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। এ ধরনের স্বার্থান্বেষী কর্মকান্ড থেকে ইউপি সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হয় সত্যি কিন্তু এলাকার ভোটার ও জনসাধারণ কোন সুফল পান না।

এ ধরনের একটি চিরাচরিত ক্ষমতাকাঠামোতে বেশিরভাগ এনজিও এবং কমিউনিটি সদস্যরা কখনো চিন্তা করেননি কিংবা উপলব্ধি করতে পারেননি সম্পদের বন্টন কিংবা স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের কোন কিছু করার আছে। তারা সবসময় দেখে আসছেন ইউপি সদস্যরা নির্বাচনের সময় যে সকল জনগণমুখী অঙ্গীকার করে সেসব অঙ্গীকার তারা পরবর্তীতে রক্ষা করে না কিন্তু ইউপি সদস্যদের অঙ্গীকার পালনের ক্ষেত্রে জনগণের কি করার আছে সেটি তারা উপলব্ধি করতে পারেননি।

তাছাড়া বেশিরভাগ স্থানীয় মানুষ তাদের ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতন না হওয়ায় তাদের ন্যায্য পাওনা চাইতে ও পেতে আশাবাদী হওয়ার পরিবর্তে তারা দাতা-গ্রহীতা নির্ভর প্রচলিত পদ্ধতিতে নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে নাগরিকগণ কখনো কখনো ভীতি প্রদর্শনের মুখোমুখি হন কারণ ইউপি সদস্যরা তাদের কর্তৃত্বকে অক্ষুণ্ন রাখতে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করে থাকে। যেভাবেই বলি না কেন মোদ্দা কথাটি হলো স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিকগণ নিজেদেরকে ক্ষমতাশূন্য অবস্থায় দেখে।

দক্ষতা

ইউপি সদস্য ও চেয়ারম্যানগণ যখন সততার সঙ্গে এলাকাবাসীর খেদমত করতে চান তখন সমস্যা দেখা দেয় অন্যখানে। দুর্বল নেতৃত্ব, প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতার অভাবে তাদের কাজে জটিলতা তৈরি হয় এবং তাদের কাজে অদক্ষতার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে এবং তারা প্রাপ্ত সম্পদের কার্যকর ব্যবহার করতে পারে না। তাছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউপি চেয়ারম্যান পরিষদের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও কার্যক্রম পরিচালনায় এমনভাবে কর্তৃত্ব করেন যে অন্যরা তাদের কাজের দক্ষতা প্রকাশের কিংবা দক্ষতা উন্নয়নের কোন ধরণের সুযোগ পায় না। এ সকল ক্ষেত্রে সমন্বয় ও দলীয়ভাবে কাজ করার মাধ্যমে এলাকাবাসীর উন্নয়নে অবদান রাখার পরিবর্তে লক্ষ্য করা যায় চেয়ারম্যান কিংবা অপর কোন সিনিয়র পুরুষ সদস্য কর্তৃত্ব করছেন। যে কারণে লক্ষ্য করা যায় স্থানীয় জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে কমিউনিটির সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনভিজ্ঞতা ও অদক্ষতা স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের সক্ষমতাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলে।

কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ

স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আর একটি বাধা হলো কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থা। ইউপি তাদের কাজের অনুমোদন ও বাজেটের জন্য মন্ত্রণালয়, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের উপর নির্ভরশীল। যে কারণে লক্ষ্য করা যায় ইউনিয়নের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে কাঠামোগত কারণে ইউপি'র তুলনায় ইউএনও এবং উপজেলা ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান বেশি ক্ষমতাশালী। তাছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দকৃত বা প্রাপ্ত অর্থ সীমিত হওয়ায় প্রকল্পের অনুমোদন পেতে একটি উপজেলার ইউনিয়নগুলোকে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করতে হয় এই কারণে সবসময়ই একটি ঝুঁকি থেকে যায়।

অন্য একটি চ্যালেঞ্জ হলো ইউনিয়ন পরিষদের নিরাপত্তা কর্মী ও দাপ্তরিক কাজের জন্য লোক নিয়োগের কর্তৃত্ব হলো উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের যে কারণে ইউপি চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে কাজ করার ব্যাপারে তারা পুরোপুরি প্রণোদিত নয়। তাছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা, জেলা এবং জাতীয়ভাবে মন্ত্রণালয়ের গাইডলাইন ও নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে সংশ্লিষ্ট

দপ্তরগুলোর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে। তাদের খুব সামান্য পরিমাণে নমনীয়তা এবং স্বায়ত্ত্বশাসন থাকায় কমিউনিটির উদ্বেগ ও প্রয়োজন পূরণে ইউপি তেমনভাবে সাড়া দিতে না।

এনজিও'র সঙ্গে ইউপি-র সম্পর্ক

গত ত্রিশ বছরে বাংলাদেশের কয়েকশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যারা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করছে। তাদের সেবার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্বাস্থ্য, পয়নিস্কাশন, পুষ্টি, কৃষি, শিক্ষা ঋণ ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড, অবকাঠামো নির্মাণ, অধিকার সচেতনতা ও রক্ষা, আইনি সহায়তা এবং অন্যান্য। জনসাধারণ বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে যে সেবাগুলো সরকার নানা কারণে দীর্ঘদিন যাবত অপর্যাপ্তভাবে দিচ্ছে কিংবা মোটেই দিতে পারছে না এনজিওগুলো সেই সেবা সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছে। যে কারণে বাংলাদেশের এনজিওগুলো অত্যন্ত কর্মচঞ্চল ও ব্যস্ত পরিবেশে কাজ করে যাচ্ছে এবং সমাজের মানুষ এনজিও'র কর্মকান্ডকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। কিন্তু অনেক সরকারি কর্মকর্তা এনজিও'র কর্মকান্ডকে সন্দেহের চোখে দেখে। তারা এনজিও উদ্যোগকে যেভাবেই হোক সরকারের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক হিসেবে বিবেচনা করে।

স্বাধীনতাত্তোরকালে দীর্ঘসময় যাবত গ্রামভিত্তিক এনজিওগুলো গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্যভুক্ত করে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা করলেও স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের কর্মকান্ডে নিজেদের সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে তাদের মধ্যে তীব্র বিরোধীতা না থাকলেও দ্বিধা ঠিকই রয়েছে। এনজিও এবং তার সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী মনে করে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের পক্ষে তাদের সীমিত কর্তৃত্ব বা দুর্বল অঙ্গীকার দিয়ে নির্বাচনী এলাকার জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা ও উত্তম সেবা দেয়া সম্ভব নয়। পর্যবেক্ষনকৃত অভিজ্ঞতা থেকে তাদের সুস্পষ্ট মতামত হলো স্থানীয় পর্যায়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণের জন্য সরকারি সেবা ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। সরকারি প্রকল্পসমূহ– ত্রাণ কিংবা স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন যেটিই হোক না কেন এই ধরণের প্রকল্পকে কর্মকর্তাগণ বিবেচনা করেন স্থানীয় আনুগত্য আদায়ের উপায় কিংবা জনগণকে সুবিধা পাইয়ে দেয়া হয়েছে এই মানসিকতা থেকে, তারা এই ধরণের প্রকল্পকে কমিউনিটিতে জীবনের মান বৃদ্ধির একটি উপায় হিসেবে দেখেন না।

যেহেতু স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ সম্পর্কে এনজিওদের মূল্যায়ন হলো জনসাধারণের কল্যাণে কাজ করতে তারা তেমনভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ নয় এবং জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নে তাদের সক্ষমতা নেই বললেই চলে সে কারণে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষে খুব অল্প সংখ্যক এনজিও কাজ করছে। ডেমোক্রেসি পার্টনারশীপ প্রতিষ্ঠার পূর্বে একটি মাত্র সহযোগী এনজিও, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস)–এর প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য ছিল নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করা এবং স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করা। এনজিওদের অন্যান্য কর্মসূচিগুলোর মধ্যে ছিল ত্রাণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিন্তু তারা সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে কখনোই কাজ করেনি।

ডেমোক্রেসি পার্টনারশীপ প্রতিষ্ঠার একটি উদ্দেশ্য হলো সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে নির্বাচিত কিছু ক্ষেত্রে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সুবিধা আদায়ের পরিবেশ উন্নত করা। এই পর্যায়ে ডিপি কার্যক্রমের আওতায় দি এশিয়া ফাউন্ডেশন জনগণের জীবনযাপনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এবং তাদেরকে সর্বাধিক প্রভাবিত করে সরকারের এমন পর্যায়ে দায়িত্বশীলতার ও দ্রুততার সঙ্গে কাজ করা এবং জবাবদিহিতা বাড়ানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সহযোগী সংস্থার সঙ্গে দীর্ঘদিনের সুসম্পর্কের সূত্র ধরে এশিয়া ফাউন্ডেশন সুশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠার লক্ষে স্থানীয় সরকারি দপ্তর এবং কমিউনিটিভিত্তিক এনজিওগুলোর মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন জোরদার করতে কাজ করে যাচ্ছে।

পাশাপাশি দি এশিয়া ফাউন্ডেশন স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন, গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থা এবং স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে এর সহযোগী এনজিওদের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে যাতে করে এনজিওগুলো সরাসরি কমিউনিটি এসোসিয়েশন ও স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের সঙ্গে কাজ করতে পারে। ডেমোক্রেসি পার্টনারশীপের আওতায় সহযোগী এনজিওগুলো স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকে কর্মশালা, সেমিনার এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে সরকারি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করেছে এবং সরকারি পদ্ধতি ও আইন বিষয়ে আরো বেশি করে সচেতন করেছে।

এ ধরনের একটি কর্মসূচির সফলতার একটি মৌলিক শর্ত হলো অংশীদারিত্বের বা সহযোগিতার নীতিমালা মেনে চলা। অংশীদারিত্ব ভেঙ্গে যাওয়ার ঝুঁকি দুই তরফের দিক থেকেই রয়েছে। এটি এনজিও কিংবা স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ যে কারো দিক থেকে হতে পারে। দুই পক্ষের কোন একটি পক্ষ যদি অন্যের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে কিংবা একপক্ষ অন্য পক্ষের দায়িত্বশীল ভূমিকাকে খাটো করে দেখে এবং নিজেদের জাহির করতে চায় তখন সহযোগিতার বন্ধনটি ভেঙ্গে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। অন্যদিকে এক পক্ষ অন্য পক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে মর্যাদা ও অর্থপূর্ণ অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে পারে। তখন সত্যিকারের পরিবর্তন ও অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়, যার সুফল পায় স্থানীয় জনগণ।

কমিউনিটিভিত্তিক এডভোকেসি

দি এশিয়া ফাউন্ডেশন এর সহযোগী এনজিওগুলো ঋণ, বয়স্ক শিক্ষা, টিকা, স্যানিটেশন এবং পুষ্টি তথ্য ইত্যাদি সেবামূলক কর্মকান্ড কাজ দক্ষতার সঙ্গে সমাধা করার লক্ষে তাদের স্থানীয় সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র ও নারীকে একত্রিত করে গ্রুপ তৈরি করেছে এবং তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে। যাহোক ডিপি কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে গ্রুপগুলো তাদের কাজের সফলতার জন্য এডভোকেসি কৌশল ব্যবহার করেনি। এ ধরনের প্রথম উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছিল ১৯৯২ সালে একটি পাইলট কর্মসূচির অধীনে। সেসময় দি এশিয়া ফাউন্ডেশন দীর্ঘদিনের সহযোগী চারটি এনজিও-কে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে তাদের চালু পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের পাশাপাশি কমিউনিটি লিগাল সার্ভিসেস (সিএলএস) শুরু করার জন্য।

পাইলট প্রকল্পটি এই বিশ্বাস থেকে পরিচালিত হয়েছে যে, আইনি সেবা ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা একে অপরের পরিপূরক হওয়ায় একই সেবা প্রদান ব্যবস্থার অধীনে পরিচালনা করা যাবে। এবং পরবর্তীতে কর্মসূচির কার্যকারিতা ও প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত থেকে জানা গিয়েছে সত্যিই এই দুটি কর্মসূচি একে অপরের সম্পূরক হিসেবে একই সেবা প্রদান ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত হতে পারে।[৫] সিএসএল কমিউনিটির মানুষকে সংশ্লিষ্ট করে ও তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছোট ছোট গ্রুপ তৈরি করে, স্থানীয় সালিশ ব্যবস্থাতে পরিবর্তন এনে এবং প্রচলিত সালিশ ব্যবস্থায় যুক্ত থাকেন এমন পদ ও পদমর্যাদার ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদের কাজকে মনিটরিং করার মধ্য দিয়ে সমাজে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।

এরপর একই ধরনের কৌশল *চাহিদা* দিকের কর্মকান্ডে প্রয়োগের মাধ্যমে দি এশিয়া ফাউন্ডেশন ডিপি কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের পরিবর্তন আনতে কাজ শুরু করে। এক্ষেত্রে সহযোগী এনজিওগুলো স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদকে সম্পৃক্ত করার লক্ষে নাগরিক গ্রুপগুলোকে সংগঠিত করে। এই ব্যবস্থায় নাগরিকগণ তাদের সমস্যা ও চাহিদার কথা বলতে সক্ষম হন। তারা কাজের অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং উন্নততর সেবা ব্যবস্থা ও জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরিতে সক্ষম হন। এই কাজে, এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহযোগী এনজিওগুলো এলাকাবাসী নাগরিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে কাজ করেছে। তারা নাগরিকদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানিয়েছে এবং তাদেরকে স্থানীয় শাসন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের লক্ষে উৎসাহিত ও সাহস জুগিয়েছে। যেহেতু এই ধরনের কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে স্থানীয় পরিষদের জ্ঞাতসারে এবং একটি শ্রদ্ধাপূর্ণ পরিবেশে সে কারণে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ ডিপি'র প্রশিক্ষণ ও জনগণের অংশগ্রহণকে স্বাগত জানিয়েছে।

ডিপি কার্যক্রমের আওতায় দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহযোগী এনজিওগুলো মনে করে সত্যিকারের টেকসই উন্নয়ন তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন এলাকার জনগণ নিজ এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থা একটি এলাকায় তখনই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যখন এলাকার জনগণ তাদের স্বার্থ বুঝতে পারে এবং সেটি রক্ষায় সংগঠিত হয়। সাধারণের স্বার্থ রক্ষায় এভাবে সংগঠিত হতে পারাই হলো এডভোকেসি কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।

[৫] ক্যাম্পার, কারেন এল এবং সুলতানা কামাল, "কমিউনিটি লিগাল সার্ভিসেস কনডাক্টেড বাই ফ্যামিলি প্ল্যানিং এনজিওস: এন ইভালুয়েশন রিপোর্ট প্রিপেয়ার্ড ফর দি এশিয়া ফাউন্ডেশন", ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৩৭।

এডভোকেসি হলো সংগঠিত উদ্যোগ ও কার্যাবলী যা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপাদানগুলো ব্যবহার করে একটি সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষে আইন ও নীতিমালার বাস্তবায়ন করে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে নির্বাচন, জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, নাগরিক আন্দোলন (যার মধ্যে সংগঠিত আইন অমান্য আন্দোলন রয়েছে), লবি করা, আলাপ আলোচনা করা, দর কষাকষি করা এবং আইনের শরণাপন্ন হওয়া। সাধারণ জনগণ যখন কোন সংগঠিত কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে তখন তাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিভিন্ন কমিটিগুলো সম্পৃক্ত হয়। এতে করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আরো শক্তিশালী হয়।

এডভোকেসি কর্মকান্ডে নিয়োজিত এডভোকেটগণ সমাজে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাশীল এবং স্বীকৃত সিদ্ধান্তগ্রহণকারী পক্ষকে সাধারণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষে কোন একটি পদক্ষেপ কেন নিবে সেটি যুক্তি দিয়ে বোঝাতে ও প্রভাবিত করতে চেষ্টা ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেন। কার্যক্রমগুলো আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় ধরনের হয়ে থাকে। তাদের এই ধরনের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণকারী পক্ষ এডভোকেটগণের দাবীর যুক্তি ও তাদের দাবীর সপক্ষে শক্তির উৎস কি তা বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারেন। শক্তির উৎসের মধ্যে রয়েছে সংগঠিত মানুষ যারা সাধারণকে কোন একটি দাবীর সপক্ষে একত্রিত করে সিদ্ধান্তগ্রহণকারী পক্ষের উপর চাপ তৈরি করে এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিকভাবে উপযুক্ত বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

এডভোকেসি কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয়। এ ধরনের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রচলিত সমাজ কাঠামোতে প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কথা বলার ও অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়। এর ফলে সিদ্ধান্তগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরে ও এক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্য প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। এই কাজে দি এশিয়া ফাউন্ডেশন অতিরিক্ত আরো কয়েকটি সহযোগী এনজিও-কে সহায়তা দিয়েছে। এই এনজিওগুলো তাদের তৃণমূল পর্যায়ের গ্রুপগুলোকে ব্যবহার করে গ্রামের প্রচলিত ক্ষমতা কাঠামো পরিবর্তন ও স্থানীয় সরকারকে আরো বেশি দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক করতে বিভিন্ন ধরনের এডভোকেসি কর্মকান্ড বাস্তবায়নের লক্ষে নাগরিকদের উদ্বুদ্ধ করেছে।

সহযোগী এনজিওদের প্রোফাইল

স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ

যোগান-চাহিদা মডেলের যোগান দিকের কর্মকান্ডের অন্তর্ভুক্ত হলো ইউপি সদস্য ও চেয়ারম্যানদের নিয়ে কার্যক্রম 'কাস্টমার সন্তুষ্টি'। এটি স্থানীয় সরকারের প্রতি নির্বাচনী এলাকার জনগণ তথা ভোটারদের আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়ক এক কার্যক্রম। দি এশিয়া ফাউন্ডেশন – এর সহযোগী এনজিওগুলোর মধ্যে যারা এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে তারা স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদকে নির্বাচনী এলাকার জনগণের চাহিদা ও স্বার্থের বিষয়ে কি করে সাড়া দিতে হবে সে সম্পর্কে অবহিত করার মাধ্যমে তাদেরকে সহায়তা করার উপর জোর দিয়েছে।

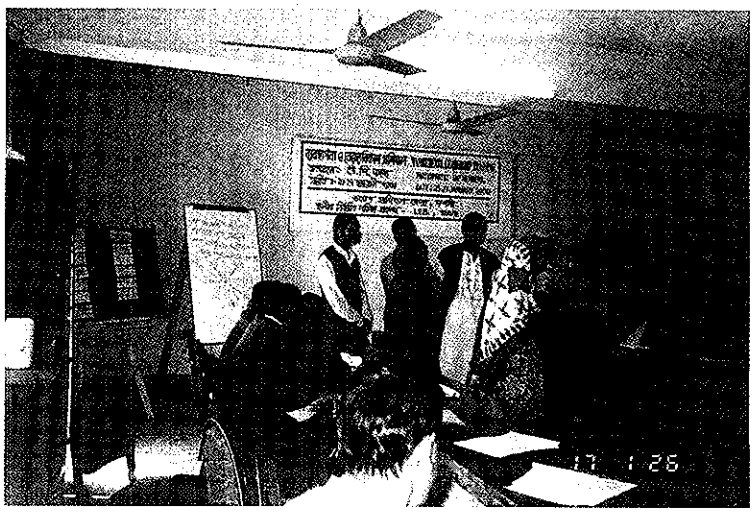

ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন অফ ভিলেজ এনভায়রণমেন্ট (ওয়েভ)

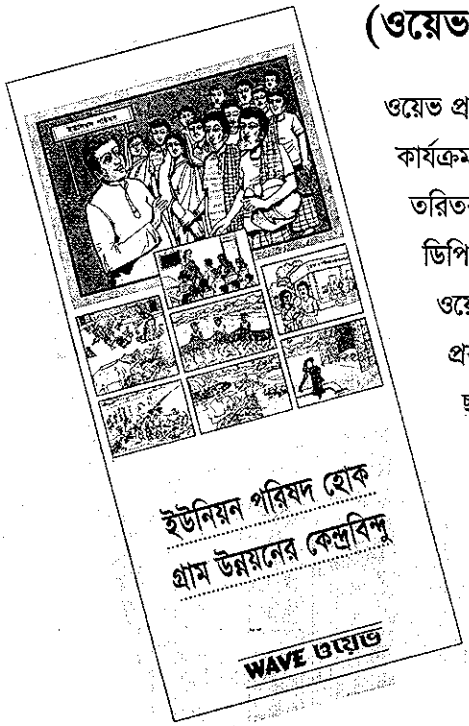

ওয়েভ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯০ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনাতে। ওয়েভ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে যেমনঃ ক্ষুদ্র ঋণ, গাছ লাগানো, মাছ চাষ, বাড়ির আঙ্গিনায় তরিতরকারি উৎপাদন, বাড়ি নির্মাণ, বয়স্ক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং স্যানিটেশন। ডিপি কার্যক্রমের আওতায় এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ১৯৯৭ সালের এপ্রিলে ওয়েভ 'স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের যোগ্যতা ও দক্ষতা শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। এই প্রকল্প চুয়াডাঙ্গা জেলার ৩টি উপজেলার ছয়টি ইউনিয়নের মোট ১৬৬টি গ্রামে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ওয়েভ-এর প্রশিক্ষণ উপকরণ ইউনিয়ন পরিষদের নারী ও পুরুষ উভয় ধরনের সদস্যদের কার্যদক্ষতা আরো বৃদ্ধির লক্ষে এবং স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ ও কমিউনিটির জনসাধারণের মাঝে নিয়মিতভাবে মতবিনিময়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়েভের সুবিধাভোগী গ্রুপ সদস্যরা এখন খাদ্য সাহায্য, টিউবওয়েল, রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে তাদের চাহিদার কথা সুনির্দিষ্টভাবে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের কাছে

জানাতে পারছে। উন্নয়নের এই নবধারা অব্যাহত রাখতে অর্থাৎ উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়নে নির্বাচনী এলাকার জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা আরো বৃদ্ধি করার লক্ষে প্রতিটি ইউনিয়নে ১৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া, ওয়েভ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ নিজেরাই পরিষদের ১২টি স্ট্যান্ডিং কমিটির দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। প্রশিক্ষণ তাদেরকে স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও কার্যকর করতে সহায়তা করেছে। নির্বাচনী এলাকার জনগণ যখন প্রমাণ পেল কমিটিগুলো কার্যকরভাবে কাজ করছে তখন কমিটিগুলোর কাজের প্রতি তাদের আনুগত্য বেড়ে গেল এবং স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব আদায়ে তারা সহায়তা করতে শুরু করল।

ওয়েভ-এর প্রশিক্ষণ অধিবেশনগুলোতে ইউপি সদস্যেদের বোঝানো হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদের সভা আরো বেশি সংখ্যায় আয়োজন করা দরকার এবং সেখানে পরিষদের সকল সদস্যদের উপস্থিত থাকা দরকার। এ ধরনের আহ্বানে ইউপি সদস্যরা সাড়া দিয়েছে। এর আগে দেখা যেতো ইউপি সদস্যরা মনে করতেন পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও কয়েকজন সিনিয়র সদস্যের অনানুষ্ঠানিক বৈঠকই যথেষ্ট। কিন্তু ওয়েভের কার্যক্রমের ফলে প্রচলিত এই অবস্থায় পরিবর্তন আসে। নতুন ব্যবস্থায় আয়োজিত ইউপি সভাগুলোতে কৃষি বিভাগের ব্লক সুপারভাইজার, স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা ইন্সপেক্টর এবং সরকারের অন্যান্য সেবা দপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকছেন। এতে করে স্থানীয় জনগণকে সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমের কর্মীরা উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং তাদের মধ্যে সেবা প্রদানের মানসিকতা ও অঙ্গীকার তৈরি হয়েছে। তাছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের কার্যালয়ে আয়োজিত গ্রাম আদালতের কার্যক্রম হয়েছে হতে লাগল যা আগে অনিয়মিত ছিল।

তাছাড়া মহিলা ও পুরুষ উভয় ধরনের ইউপি সদস্যের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ আয়োজনের কারণে ওয়েভ কাজ করে এমন ইউনিয়নগুলোতে বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। মহিলা ইউপি সদস্যরা বিশেষভাবে নারী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড যেমন–দুস্থ নারীদের জন্য ত্রাণ প্রকল্প এবং পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সেবার মান বৃদ্ধি ইত্যাদি কাজে অবদান রাখছে। এছাড়াও মহিলা ইউপি সদস্যরা স্থানীয় বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পাঠসূচি, ভর্তির নীতিমালা এবং পাঠ্যবই কি হবে সে বিষয়ে পরামর্শ এবং দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের সরকার ও এনজিও থেকে ঋণ নিতে উৎসাহিত করেছে। ওয়েভ কোন একটি উপজেলায় মহিলা ইউপি সদস্যদের নিজেদের এসোসিয়েশন তৈরিতে তাদেরকে উৎসাহিত করেছে। মহিলা ইউপি সদস্যদের মূল্যবান পরামর্শ ও সহায়তা দিয়েছে। বর্তমানে ওয়েভ কাজ করছে এমন সবগুলো ইউনিয়নের মহিলা সদস্যরা এই এসোসিয়েশনগুলোতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।

ইউনিয়ন পরিষদের সামর্থ্য বৃদ্ধি কার্যক্রমের আওতায় ওয়েভ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে যেমন ইউপি সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সুবিধাভোগী গ্রুপ সদস্য এবং সাংবাদিকদের জন্য আঞ্চলিক কনফারেন্স আয়োজন; ইউপি সদস্য কর্তৃক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরির লক্ষে কর্মশালা আয়োজন; কর নির্ধারণ ও সংগ্রহ বিষয়ের উপর ইউপি সদস্য ও এলাকাবাসীর জন্য ওরিয়েন্টেশন ও পরিকল্পনা সভা; কোন বিশেষ বিষয়ের উপর ইউপি সদস্য ও স্থানীয় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের

জন্য উদ্দীপনামূলক সভা; এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডে কমিউনিটির মানুষের সম্পৃক্ততা বাড়াতে উদ্দীপনামূলক নাটক তৈরি ও প্রদর্শন। ইউনিয়ন পরিষদের কর সংগ্রহে সহায়তা করার লক্ষে ওয়েভ উদ্ভাবনী কৌশল নিয়ে এগিয়ে এসেছে। ওয়েভের কৌশল অনুসরণ করে কর নির্ধারণে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে কর নির্ধারণে যেমন স্বচ্ছতা আনা সম্ভব হয়েছে তেমনি তাদের সক্রিয় সহযোগিতাও পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এ কাজে ওয়েভ একটি নীতির প্রচার করেছে। নীতিবাক্যটি হলো ঃ আপনি যদি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কোন কিছু পেতে চান, তাহলে আপনাকে এজন্য কিছু প্রদানও করতে হবে। এই এপ্রোচ প্রমাণ করল যে, যখন সাধারণ নাগরিকগণ কর ব্যবস্থার উপর আস্থা রাখতে পারেন, তারা বুঝতে পারেন কর নির্ধারণ করা হয়েছে সমতার ভিত্তিতে তখন তারা কর প্রদানে অনেক বেশি আন্তরিক হন। যে কারণে দেখা যায় ওয়েভের কার্যক্রমভুক্ত একটি ইউনিয়নে কর আদায় গত বছরের তুলনায় ৩৫ শতাংশ বেড়েছে।

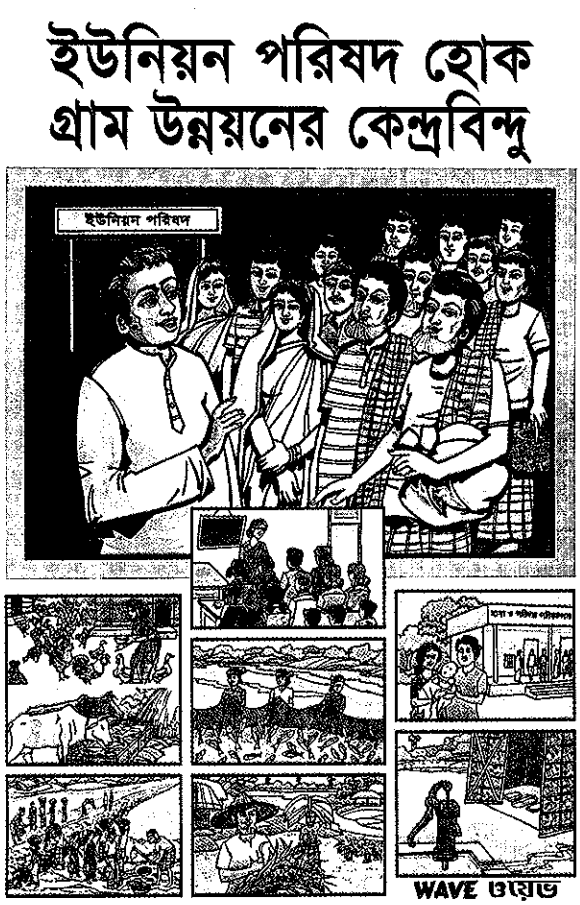

কেয়ারের আপওয়ার্ড প্রকল্প

যুক্তরাষ্ট্রের এনজিও সংস্থা কেয়ার পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত এর আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক সদস্য সংস্থাগুলোর সহায়তায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক পরিসরে নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। এ সকল কর্মকান্ডের সঙ্গে কেয়ারের ২০০০ এর বেশি কর্মকর্তা ও কর্মচারী জড়িত রয়েছেন যাদের অনেকে কেয়ারের ফিল্ড অফিসগুলোতে কর্মরত রয়েছে। কেয়ার কৃষিখাতে কাজ করে যেমন- সমন্বিত কীটনাশক ব্যবস্থাপনা, মৎস্য ও চিংড়ি চাষ, বাড়িতে সবজি চাষ এবং গাছ লাগানো; স্বাস্থ্য খাতের কাজের মধ্যে রয়েছে পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃস্বাস্থ্য, শিশুর টিকা এবং এইচআইভি/এইডস। প্রতিরোধ; স্থানীয় সংস্থাগুলোর সক্ষমতা তৈরি; ঘূর্ণিঝড় ব্যবস্থাপনা; এবং অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকান্ডের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে গ্রামের রাস্তা তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ। এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ও ডিপি কার্যক্রমের আওতায় কেয়ার "সত্যিকারের উন্নয়ন অর্জনের লক্ষে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা"-কে গতিশীল করতে আপওয়ার্ড নামে একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে কেয়ার কমিউনিটির অংশগ্রহণে কার্যকর উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কাজের সমন্বয় করার ক্ষেত্রে স্থানীয় পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। শুধু তাই নয় নির্বাচনী এলাকার জনগণের কাছে পরিষদের জবাবদিহিতার বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছে। আপওয়ার্ড প্রকল্পটি নেত্রকোনা, গাইবান্ধা, নড়াইল ও যশোর জেলার ৯টি ইউনিয়নের ২২৩টি গ্রামে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পাইলট প্রকল্পটি এতোটাই সফল হয়েছে যে ইতোমধ্যে নতুন একটি প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রমটি ২০০ ইউনিয়নে বিস্তৃত করা হয়েছে।

আপওয়ার্ড কর্মসূচি তিনটি পরিপূরক কার্যক্রমে বিভক্ত। এগুলো হলো ঃ গবেষণা, জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ। গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় সামাজিক চিত্র অর্থাৎ সমাজে কি ধরনের সম্পদ ও সম্ভাবনা রয়েছে সেসবের উপর একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে কমিউনিটির সদস্য বিশেষ করে মহিলাদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যকে কাজে লাগিয়ে ইউপি ও নির্বাচনী এলাকার স্থানীয় আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এ ধরনের সামাজিক গবেষণা কার্যক্রম গ্রামবাসীকে নির্বাচিত পরিষদের সঙ্গে মত বিনিময়ের সুযোগ করে দিয়েছে এবং এতে করে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ সদস্যরাও তাদের জবাবদিহিতার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। গবেষণা টিমের সদস্যরা গবেষণা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কাজে কর্মে সেরা ইউনিয়ন চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে যাতে করে উদাহরণ হিসেবে এটি ব্যবহার করা যায় এবং এ কাজের অনুরূপ কাজ অন্যান্য ইউনিয়নে করা সম্ভব হয়। এভাবে একটি সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি চিহ্নিত করা হয়েছে যার আওতায় ৫৮০০০ গাছ লাগানো হয়েছে এবং সেগুলো রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করার লক্ষে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সমঝোতা স্মারকে স্থানীয় পর্যায়ের জনগণের পক্ষে স্বাক্ষর করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ডেপুটি কমিশনার যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা। বলা যায় সমন্বয়ের এ ধরনের উদাহরণ অভূতপূর্ব। গবেষণা দল ইউপি সদস্যদের বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিদর্শনে নিয়ে গিয়েছে যাতে করে তারা বিভিন্ন ইউনিয়নে পরিচালিত ভালো কাজগুলো সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে নিজেদের জানার পরিধিকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

গণতন্ত্রের নীতিমালা এবং স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ ও জনসাধারণের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে কমিউনিটির জনগণ ও ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অবগত করার মাধ্যমে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে একটি সচেতনামূলক প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় গ্রামের বুলেটিন বোর্ডে পোস্টার লাগানো, মঞ্চ নাটক প্রদর্শন, লোকগীতি রচনা ও প্রচার, ভিডিও তৈরি, টিভি স্পট তৈরি এবং বিশেষ দিবস ও উৎসব পালন করা হয়েছে।

ইউপি সদস্যদের কাজ সম্পর্কে আরো বিস্তারিতভাবে অবগত করতে এবং তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল নির্বাচনী এলাকার জনসাধারণের সঙ্গে বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার মাধ্যমে তাদের প্রয়োজন ও মতামত সম্পর্কে জানা; ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক সভায় নিয়মিত যোগদান করা; উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের সম্পৃক্ত করা; অফিস

ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনা আদর্শকরণ; আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে আদর্শকরণ (বিশেষ করে কর নির্ধারণ প্রক্রিয়া ও সংগ্রহ); এবং ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য বিশেষ করে বাজেট ও আর্থিক বিষয়ক তথ্য জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করা এবং বিবাহ ও মৃত্যুর নিবন্ধন। এছাড়াও একই বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে স্টেকহোল্ডার গ্রুপকে। স্টেকহোল্ডার গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে। গ্রুপের মোট সদস্য সংখ্যা হলো ৩০ জন। সদস্যরা ওয়ার্ডের ভিন্ন ভিন্ন আর্থসামাজিক গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করছেন। স্টেকহোল্ডার গ্রুপের সদস্যদের তাদের এলাকার স্থানীয় সরকার সম্পর্কে তাদের ধারণা ও প্রত্যাশা বৃদ্ধি করার লক্ষে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এরপর স্টেকহোল্ডার গ্রুপ ও ইউপি সদস্যদের উঠোন বৈঠকে একত্রিত করা হয়েছে যাতে তারা নিজেদের মধ্যে তথ্য ও মত বিনিময় করতে পারে।

এছাড়াও আপওয়ার্ড এনজিও কর্মী, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা এবং ইউপি সদস্য ও চেয়ারম্যানের সঙ্গে সমন্বয় সভার আয়োজন করেছে। এ সকল সভায় ইউনিয়ন পরিষদ ও এনজিওগুলো একে অপরের কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত করে এবং কখনো কখনো তারা যৌথ প্রকল্প কিভাবে গ্রহণ করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করে। এ ধরনের সমন্বয় সভা সাধারণত দেখা যায় না, কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কল্যাণে এ ধরনের সমন্বয় সভা অত্যন্ত কার্যকরী ও ফলদায়ক।

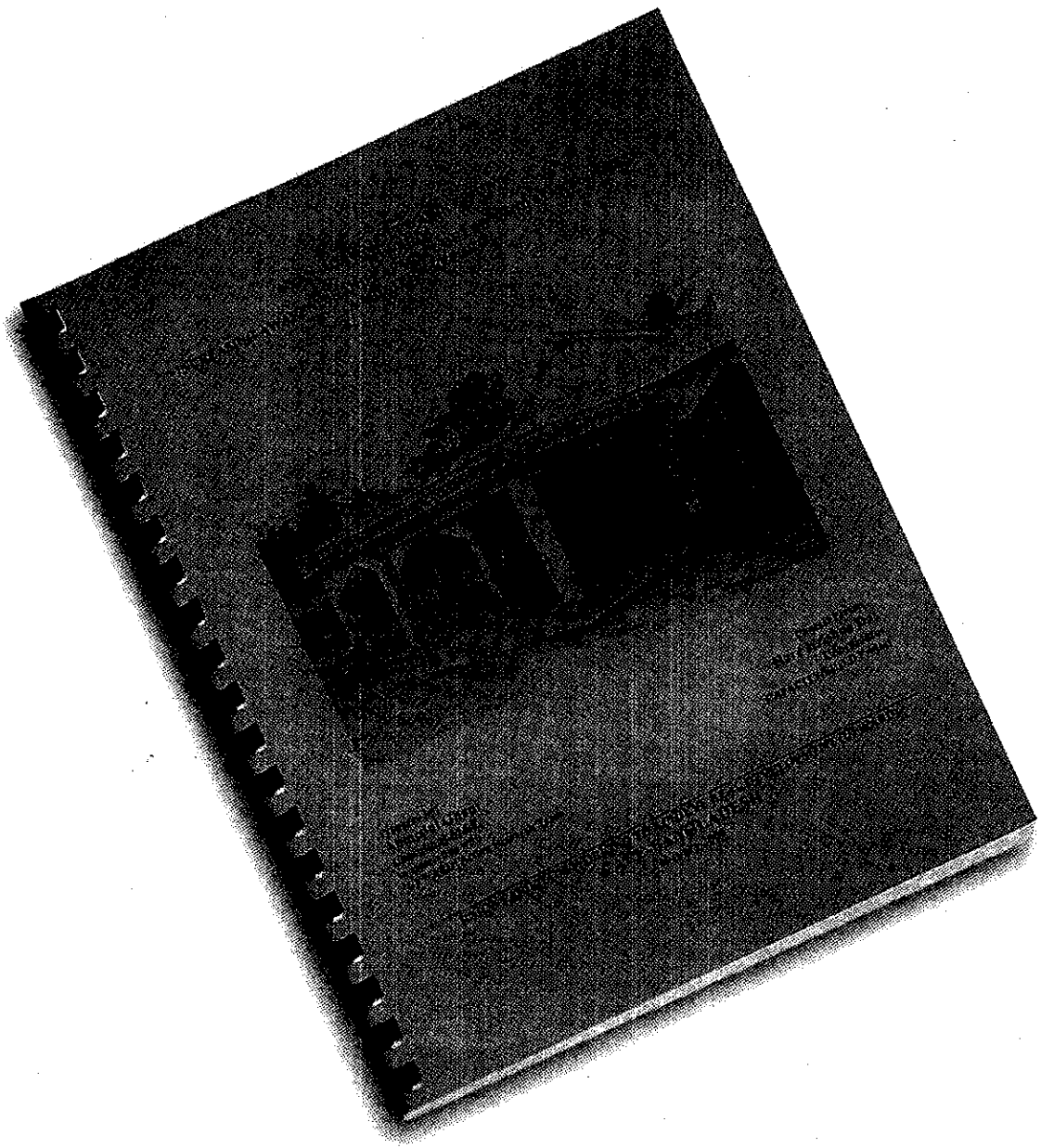

কমিউনিটিভিত্তিক এডভোকেসি

দি এশিয়া ফাউন্ডেশন-এর সহায়তাপ্রাপ্ত এনজিওগুলো যারা কমিউনিটিভিত্তিক এডভোকেসি কর্মকান্ডের মাধ্যমে চাহিদা দিকের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে তারা স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে নাগরিকদের আলোচনা করা, তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করা এবং নির্বাচিত ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জবাবদিহি করার পরিবেশ তৈরির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে নতুন কমিউনিটিভিত্তিক এসোসিয়েশন তৈরি করা কিংবা বিদ্যমান এসোসিয়েশনগুলোকে কাজে লাগিয়েছে।

সমতা

সমতা সত্তরের দশকে কাজ শুরু করেছে। আশির দশকের শুরুতে এই সংস্থাটি ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখতে শুরু করে। তারা তাদের কাজের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয় ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠা। গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি কর্তৃক অবৈধভাবে দখলকৃত সরকারি খাস জমি উদ্ধার করাকেই তারা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে গ্রহণ করে। এনজিও কমিউনিটিতে সমতার মতো এনজিও-র সংখ্যা খুব বেশি নেই। এ সংস্থার গঠন ও কার্যক্রম সংস্থাটিকে অন্যদের চেয়ে পৃথক করেছে। সংস্থাটি পুরোপুরি এর সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত হয়। আর এই সংস্থার সদস্য সকলেই গ্রামের দরিদ্র জনগণ। সংস্থার পাঁচ স্তর বিশিষ্ট পরিচালনা কাঠামোর কোন পদ কে অধিষ্ঠিত হবে সেটি পুরোপুরি। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত হয়ে থাকে।

যদিও সমতা একটি নিবন্ধিত এনজিও সংস্থা কিন্তু এর সদস্যরা একে একটি আন্দোলন হিসেবে বিবেচনা করে। যাদের কাজের লক্ষ্য হলো দরিদ্র জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা, সংগঠিত করা এবং তাদের ক্ষমতায়ন।

সমতা কাজ করছে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার ১১টি উপজেলায় ৩১টি ইউনিয়নের ৩৪৪টি গ্রামে। সেখানে তারা দেশের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে কর্মরত ৫০ এর বেশি এনজিওকে নিয়ে ভূমি অধিকার বিষয়ক নেটওয়ার্ক 'ল্যান্ড রাইটস নেটওয়ার্ক (ল্যান্ড)' প্রতিষ্ঠা করেছে। সমতা এই নেটওয়ার্ককে অনুদান, প্রশিক্ষণ, কার্যক্রম বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে থাকে। ভূমি বণ্টন বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু কারণ উচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ এদেশে ভূমির পরিমাণ খুবই কম। যে কারণে এদেশের মানুষের কাছে ভূমি হলো অত্যন্ত চাহিদাসম্পন্ন এক বস্তু। সরকারি খাস জমির উৎপাদনমুখী ব্যবহারের জন্য একে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে প্রদান করার কথা দেশের সংবিধান ও আইনের ধারায় বলা আছে। এ ধরনের শক্ত আইনি অবস্থান থাকার পরও খাস জমির বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া প্রায়শ অব্যবস্থাপনার মুখোমুখি হয়। কারণ সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থে সরকারি কতিপয় অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশে খাস জমির দলিলপত্র বদলে ফেলে নিজেদের নামে লিখিয়ে নেন। এক্ষেত্রে ঘুষ আদান-প্রদানও হয়ে থাকে। ফলে বঞ্চিত হয় খাস জমির প্রকৃত হকদার ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী।

এ ধরনের বৈষম্যমূলক পরিস্থিতি মোকাবেলার মাধ্যমে ভূমিহীন দরিদ্র মানুষের জমি তাদের কাছে পৌঁছে দিতে সমতা এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে গ্রুপ তৈরি করেছে। এই গ্রুপ সরকারি কর্মকর্তা ও সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের খাস জমি বিষয়ক

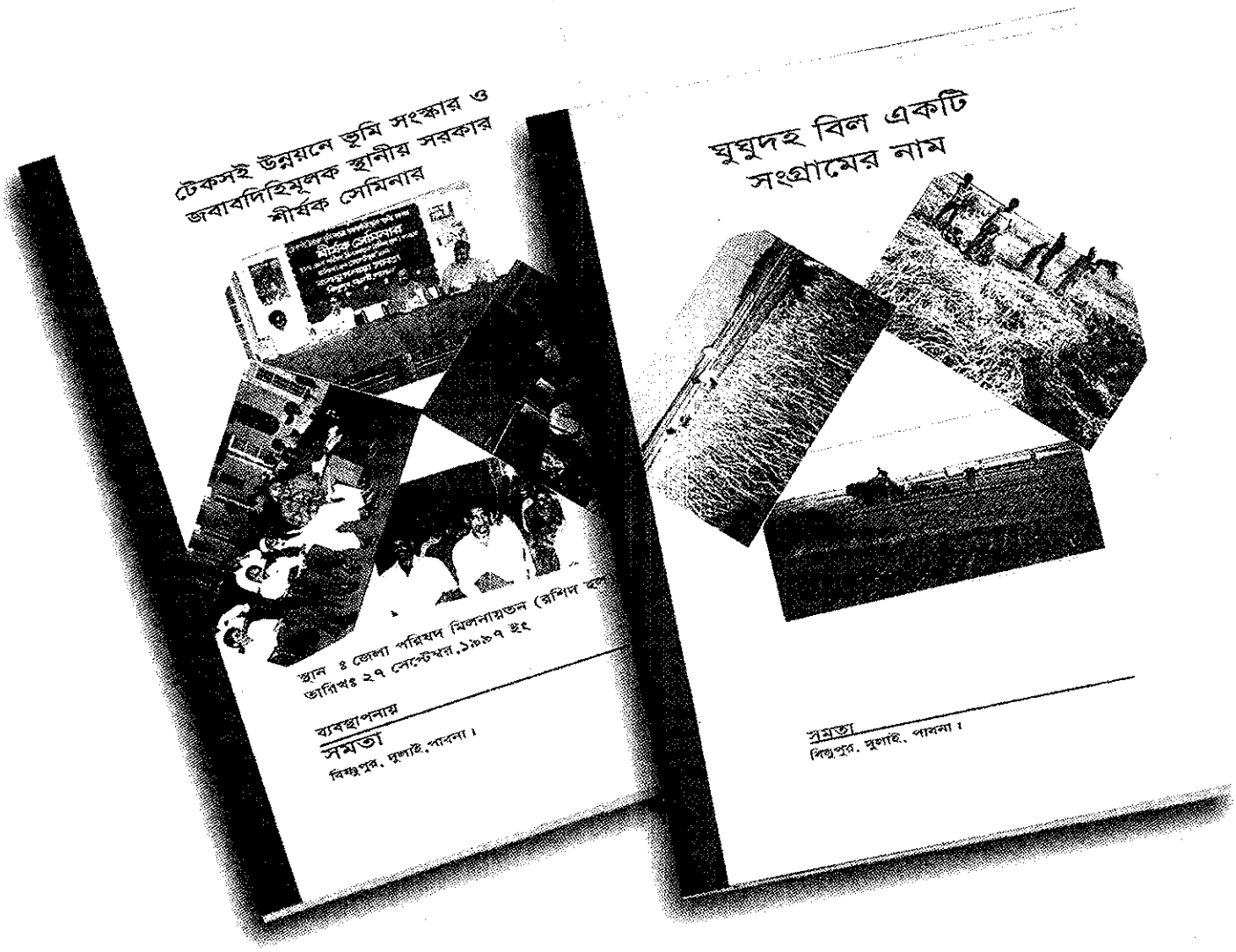

কর্মকান্ড মনিটর করা এবং সরকারের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্বচ্ছতা ও দায়িত্বপূর্ণ আচরণ নিশ্চিত করতে প্রেসার গ্রুপের করেছে। দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ও ডিপির "এডভোকেসি ফর ল্যান্ড রাইটস" প্রকল্পের অধীনে সমতা তাদের গ্রুপগুলোকে সংখ্যায় বাড়িয়েছে এবং শক্তিশালী করেছে। এ যাবতকালে প্রকল্পের আওতায় সমতা ১৪৯১৫ একর খাস জমি চিহ্নিত করেছে যেগুলো আমলাতান্ত্রিক অব্যবস্থপনার কারণে ভূমিহীন দরিদ্র জনগণের মধ্যে বন্টিত না হয়ে অবৈধ দখলদারদের কাছে চলে গেছে। এছাড়াও সমতা অসংখ্য জলমহাল ও খাল চিহ্নিত করেছে যেগুলো উত্তম ব্যবহারের লক্ষে গ্রামের দরিদ্র ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর মাঝে বন্টিত হওয়া দরকার।

এই খাতে কাজ করতে গিয়ে সমতা ভূমি, জেন্ডার এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারণা করছে যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে র‍্যালী, বিক্ষোভ প্রদর্শন, সভা আয়োজন, সেমিনার এবং কর্মশালা আয়োজন।

সমতার কর্মীরা নির্বাচিত ইউনিয়নগুলোতে ভূমিহীন মানুষদের সমিতি বা ছোট গ্রুপ তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করে যাতে তারা একতাবদ্ধ হতে পারে এবং মনিটরিং ও এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক গ্রুপ তৈরি করা হয়। এরপর গ্রুপগুলোকে তাদের সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং র‍্যালী ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সমতা গ্রুপ তৈরির কাজে সহায়তার করার লক্ষে একটি প্রমিত সহায়িকা প্রস্তুত করেছে।

গ্রুপের সদস্যদের শৃঙ্খলা, বিশ্লেষণের দক্ষতা ও আস্থার পর্যায় বৃদ্ধির লক্ষে গ্রুপের সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ধরনের প্রশিক্ষণে শুধু যে দরিদ্র গ্রুপ সদস্যরা অংশ নিয়েছে তা কিন্তু নয়। এ ধরনের প্রশিক্ষণে পেশাজীবী মানুষ ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কর্মশালা, সেমিনার, দলীয় সভা, বির্তক

ফোরাম এবং মঞ্চ নাটক প্রদর্শন ইত্যাদি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মসূচির সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর দরকষাকষির দক্ষতা, আগ্রহ ও উৎসাহ তৈরির পাশাপাশি তাদের বিষয়বিত্তিক জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমতা তাদের কার্যক্রম এলাকায় কমিউনিটি গ্রুপগুলোকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ইস্যু চিহ্নিত করতে এবং কমিউনিটির মানুষের সঙ্গে সে বিষয় নিয়ে আলাপে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সমতা ভূমি সংস্কার ও উন্নয়ন বিষয়ে তাদের আইডিয়া ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অন্যদের জানাতে প্রকাশনা তৈরি ও কমিউনিটিতে আলোচনার সূত্রপাত করেছে। তাছাড়া তাদের কাজের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনকারী, সাংবাদিক ও অন্যান্য এনজিওদের সম্পৃক্ত করেছে। এই ধরণের আলোচনার ইস্যুগুলোর মধ্যে রয়েছে খাস জমি বিতরণ, জৈব সার ব্যবহার, স্বাস্থ্য শিক্ষা, জেন্ডার সমতা, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ও অন্যান্য সহিংসতামূলক ঘটনা প্রতিরোধ করা। সমতা তাদের গ্রুপ সদস্যদের ভিজিডি কার্ড বিতরণ, বয়স্ক ভাতা বিতরণ, জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ে নিবন্ধনসহ অন্যান্য বিষয়ে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের কার্যদক্ষতা মনিটর করতে সহায়তা করেছে।

সমতার সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড যেমন: র‍্যালী ও বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদি কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে যাতে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের সদস্যদের আরো বেশি দায়িত্বশীল করা। এ সকল কর্মকান্ডের সফল আয়োজনের লক্ষে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সঙ্গে সমতার গ্রুপগুলোর জোরালো সম্পর্ক থাকে, যে কারণে সমতার গ্রুপগুলোর র‍্যালি ও বিক্ষোভ প্রদর্শন অত্যন্ত কার্যকর এবং এটি শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সহজে দেখা যায় না।

সমতা গ্রুপগুলো তাদের নিজ নিজ এলাকায় সরাসরি উপজেলা খাস জমি বিতরণ কমিটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। গ্রুপ সদস্যরা নিয়মিতভাবে তাদের সভাগুলোতে উপস্থিত থেকে খাস জমি বিতরণে অনুরোধ করে থাকে। প্রশাসনিক দপ্তরে খাস জমি, পানি ব্যবস্থাপনা ও স্থায়ীভাবে থাকার জন্যে আবেদন জমা দেয়া হয়। সমতার সহায়তায় এ পর্যন্ত ৩ হাজার দরখাস্ত জমা পড়েছে এবং ১৭৬.৭১ একর জমিতে পানি সম্পদ ও ৭২৮.১৭ একর গ্রুপের সদস্যদের স্থায়ী বসবাসের বন্দোবস্ত করেছে। কোন আবেদন পর্যালোচনা করা সময় যদি কোন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় তবে সমতা গ্রুপের সদস্যদের জন্য আইনি সহায়তার ব্যবস্থা করে থাকে।

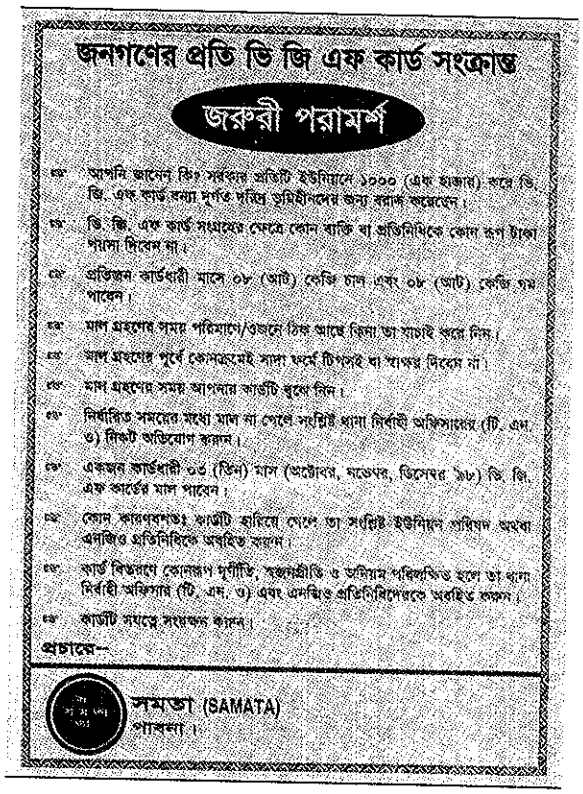
জনগণের প্রতি ভি জি এফ কার্ড সংক্রান্ত

জরুরী পরামর্শ

১ম আপনি জানেন কিং সরকার প্রতিটি ইউনিয়নে ১০০০ (এক হাজার) করে ভি. জি. এফ কার্ড বন্যা দুর্গত দরিদ্র ভূমিহীনদের জন্য বরাদ্দ করেছেন।

২য় ভি. জি. এফ কার্ড সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা প্রতিনিধিকে কোন রূপ টাকা পয়সা দিবেন না।

৩য় প্রতিজন কার্ডধারী মাসে ০৮ (আট) কেজি চাল এবং ০৮ (আট) কেজি গম পাবেন।

৪র্থ মাল গ্রহণের সময় পরিমাণে/ওজনে ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করে নিন।

৫ম মাল গ্রহণের পূর্বে কোনক্রমেই সাদা ফর্মে টিপসহ বা স্বাক্ষর দিবেন না।

৬ষ্ঠ মাল গ্রহণের সময় আপনার কার্ডটি খুলে নিন।

৭ম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাল না পেলে সংশ্লিষ্ট থানা নির্বাহী অফিসারের (টি. এন. ও) নিকট অভিযোগ করুন।

৮ম একজন কার্ডধারী ০৩ (তিন) মাস (অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ৯৮) ভি. জি. এফ কার্ডের মাল পাবেন।

৯ম কোন কারণবশতঃ কার্ডটি হারিয়ে গেলে তা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ অথবা এনজিও প্রতিনিধিকে অবহিত করুন।

১০ম কার্ড বিতরণে কোনরূপ দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তা থানা নির্বাহী অফিসার (টি. এন. ও) এবং এনজিও প্রতিনিধিদেরকে অবহিত করুন।

১১ম কার্ডটি সযত্নে সংরক্ষণ করুন।

প্রচারে—

সমতা (SAMATA)
প্যাশনা।

রংপুর দিনাজপুর রুলার সার্ভিসেস (আরডিআরএস)

আরডিআরএস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপর। সেসময়ে আরডিআরএস কাজ শুরু করেছিল দেশের রাজধানী থেকে দূরের এলাকা দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। সেই থেকে আরডিআরএস রংপুর ও দিনাজপুরের জেলাগুলোতে অত্যন্ত দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ মানুষদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আরডিআরএস বর্তমান রংপুর ও দিনাজপুর জেলার মোট ২৯টি উপজেলায় কাজ করেছে। সংস্থাটির অনেক ধরনের কার্যক্রম রয়েছে। এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ক্ষুদ্র ঋণ, কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিকীকরণ।

সাম্প্রতিককালে আরডিআরএস কাজের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে এডাভোকেসি ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের উপর জোর দিচ্ছে। বিশেষ করে মহিলা ও অত্যন্ত দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করছে যাতে তারা স্থানীয় পর্যায়ে শাসন কাঠামো থেকে উপকৃত হতে পারে।

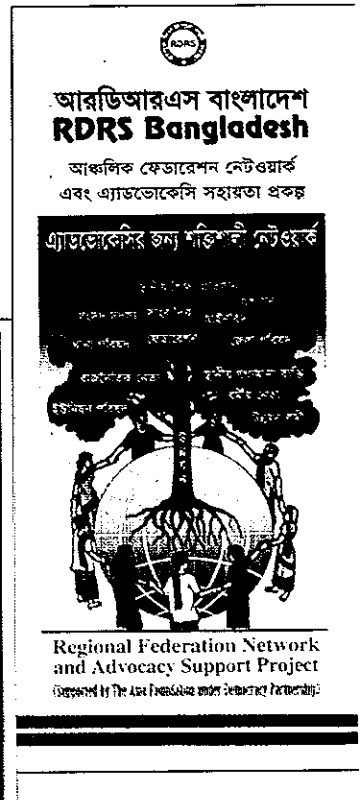

TheAsia Foundation

আরডিআরএস দুই স্তর বিশিষ্ট গ্রুপ তৈরি করে। প্রাথমিক অবস্থায় আরডিআরএস ১৫ থেকে ২০ জনের একটি দল গঠন করে। পুরুষ ও মহিলারা পৃথক গ্রুপ তৈরি করে। গ্রুপ তৈরির পাঁচ বছর পর গ্রুপটি ফেডারেশনে সদস্যপদ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। ফেডারেশন হলো একটি ইউনিয়নে গঠিত অনেকগুলোর গ্রুপের এসোসিয়েশন। গ্রুপগুলোকে নিয়ে ফেডারেশন তৈরি করা কিংবা গ্রুপগুলোকে ক্লাস্টার পদ্ধতিতে সাজানোর এই ধারণাটি বাংলাদেশে নতুন। আরডিআরএস-এর কাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এই ফেডারেশনগুলো ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এবং বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি তৈরিতে ভূমিকা রাগছে। এ ধরনের কাজের মধ্য দিয়ে দরিদ্র জনগণ একজন অন্যজনের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং তৈরি এবং তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষে এডভোকেসি করছে। আরডিআরএস ফেডারেশনগুলোকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে যাতে করে এগুলো স্বয়ম্ভর পারে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের দরিদ্র মানুষের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে যেতে পারে।

যদিও আরডিআরএস এর ফেডারেশনের অস্তিত্ব ডেমোক্রেসি পার্টনারশীপ কার্যক্রম শুরুর আগে থেকেই ছিল তবে এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তায় পরিচালিত ডিপি কার্যক্রমের আওতায় আরডিআরএস-এর ফেডারেশন কার্যক্রমে গতিশীলতা আসে, ফেডারেশনগুলোর সক্ষমতা বাড়ে ও এগুলো টেকসই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তাছাড়া ফেডারেশনের প্রতিজন সদস্য উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে এডভোকেসি করার দক্ষতা অর্জন করে। আরডিআরএস প্রকল্পের প্রধান কাজটি হলো গণতান্ত্রিক

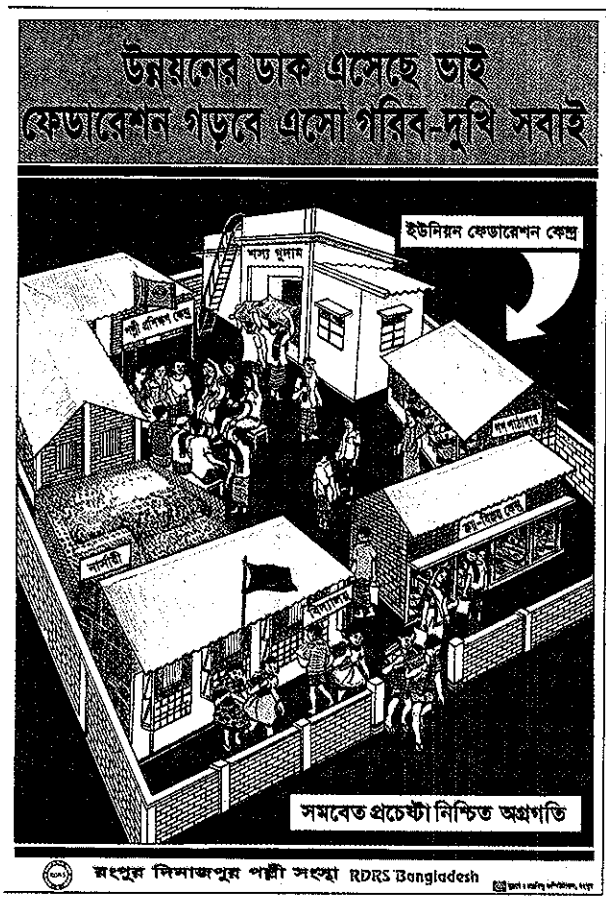

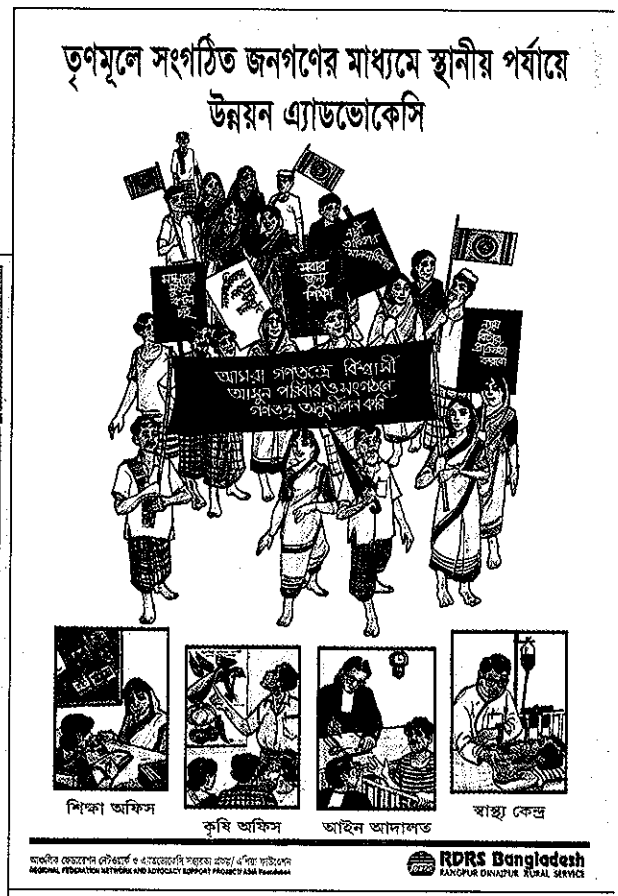

প্রক্রিয়া ও কনসেপ্ট সম্পর্কে ফেডারেশন সদস্য ও নেতৃবৃন্দের সচেতনতা বাড়ানো এবং এডভোকেসি পদ্ধতি বিষয়ে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান। এ পর্যায়ে আরডিআরএস কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ অধিবেশনের আয়োজন করেছে যেখানে বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল সরকারি সম্পদ ও সেবাসমূহের সহজলভ্যতা, গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের নীতিমালা এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ইত্যাদি।

আরডিআরএস-এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশলের একটি অংশ হলো এমন যে, ফেডারেশনের সদস্যদের এডভোকেসি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে ফেডারেশনের কোন একটি গ্রুপকে নির্বাচন করে ওই গ্রুপের সদস্যদের এডভোকেসি দক্ষতা বৃদ্ধি করার উপর জোর দেয়া হয়। যাতে করে পরবর্তীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রুপ পুরো ফেডারেশনের এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয় করতে পারে। এরপর একই ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত বাকি গ্রুপগুলোর প্রধান ব্যক্তিকে এডভোকেসির উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রুপ পরিদর্শনে পাঠানো হয়। এই ধরনের পরিদর্শন একটি উদ্ভাবনী পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রুপের সদস্যরা অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত জ্ঞান সম্পর্কে ফেডারেশনের অন্য গ্রুপ সদস্যদের জানাতে পারে।

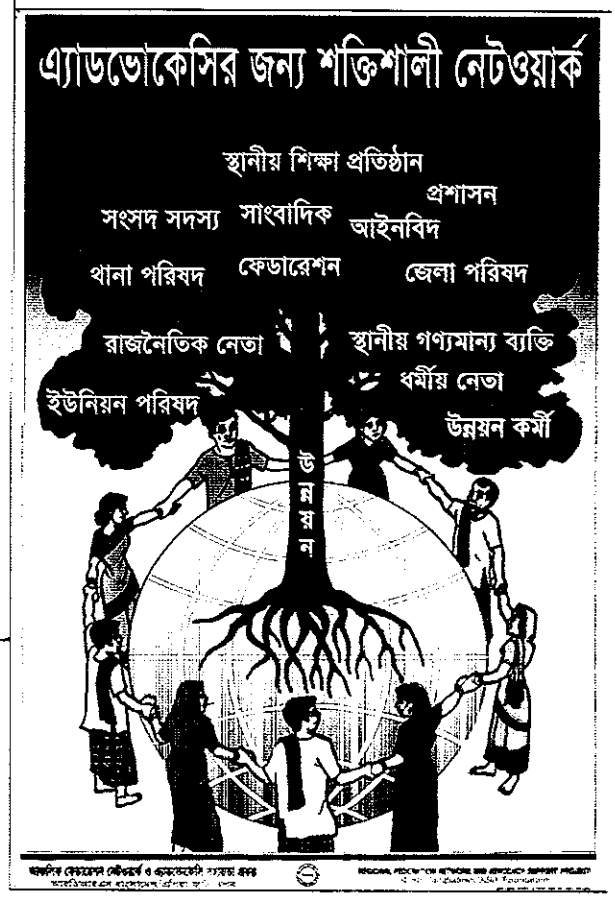

তাছাড়া আরডিআরএস স্থানীয় পর্যায়ের এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষে নতুন ধারণা পেতেও কর্মকৌশল প্রণয়নের লক্ষে তৃণমূল পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করে থাকে। আরডিআরএস আয়োজিত কর্মশালায় ফোকাস করা হয় নারীর অধিকার, শিশুর অধিকার, পরিবেশ, ভোটারের ভূমিকা ও দায়িত্ব, ভূমির অধিকার, মানবাধিকার, এবং শিক্ষার মান ইত্যাদি। কর্মশালার অংশগ্রহণকারীরা তাদের অধিকার, আইনের প্রয়োগ এবং স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের সেবাসুবিধা পাওয়ার দাবী জানানোর সামর্থ্য অর্জন করে।

গ্রুপের সদস্যদের এডভোকেসি কার্যক্রম সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করতে আরডিআরএস বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে। যেমনঃ অধিকার ও স্থানীয় সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়কে তুলে ধরে নাটক মঞ্চস্থ করা এবং একটি ত্রৈমাসিক নিউজলেটার "সংগঠন" প্রকাশ করা। এই নিউজলেটারে ফেডারেশনের নিউজ, এডভোকেসি সংক্রান্ত সফলতার গল্প এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়। ফেডারেশনের গ্রুপগুলোর সামনে সত্যকে তুলে ধরে তাদেরকে এডভোকেসি কার্যক্রমে অব্যাহতভাবে অধ্যাবসায়ী ও পরিশ্রমী হতে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিগুলো কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজ (বিসিএএস)

বিসিএএস হলো একটি জাতীয় এনজিও সংগঠন। এর কাজের প্রাথমিক ফোকাস হলো পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা। বিসিএএস কীটনাশক, সার, অতিরিক্ত মাছ নিধন, কৃষি ভূমির অতিরিক্ত ব্যবহার এবং অন্যান্য কারণে জলমহাল ও জলাভূমির পারিপার্শ্বিক অবক্ষয় সম্পর্কে জানতে ব্যাপক গবেষণা করছে। পারিপার্শ্বিক সমস্যা সম্পর্কে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ ও অন্যান্য কমিউনিটি নেতৃবৃন্দকে অবগত করার মাধ্যমে এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষে বিসিএএস তৃণমূল পর্যায়ের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। বিসিএএস তাদের কর্মসূচির মাধ্যমে উপজেলা ও জেলার প্রশাসকবৃন্দ, এনজিওসমূহ, স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ এবং কমিউনিটির সদস্যদের সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় করার মাধ্যমে জলাভূমি ও অন্যান্য ভূমি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষে সকল স্টেকহোল্ডার গ্রুপের সক্রিয় অংশগ্রহণ করাতে পেরেছে। এ ধরনের পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা স্কিমে সমাজের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করতে কার্যকর পদ্ধতি বের করেছে বিসিএএস।

চান্দা বিল হলো গোপালগঞ্জ জেলায় অবস্থিত ১০,৮৯০ হেক্টরের জলাভূমি। ৬০ হাজারেরও বেশি মানুষ তাদের জীবনযাপনের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিলের উপর নির্ভরশীল। তারা বিলে মাছ ধরে, এর পানি ব্যবহার করে, বিলের চারপাশে গাছ লাগায়। কিন্তু গত কয়েক বছর যাবত বিলের অত্যধিক ও যথেচ্ছ ব্যবহারের কারণে বিলের অবক্ষয় হয়েছে। বিসিএসএস অবক্ষয়ের কারণ জানার লক্ষে একটি মাঠ পর্যায়ে জরিপ পরিচালনা করে। গবেষণা জরিপের সূত্র ধরে বিসিএএস স্থানীয় মানুষদের বিল সম্পর্কে জানাতে জলাভূমি ও অন্যান্য পরিবেশ সংক্রান্ত একাধিক কর্মশালা আয়োজন করেছে। এ ধরনের কর্মশালায় যাদের অন্তর্ভুক্ত করা রয়েছে তারা হলেন স্থানীয় এনজিওসমূহের স্টাফ ও গ্রুপ সদস্য, বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডাক্তার, কবিরাজ, জেলে, কৃষক, ভূমিহীন দরিদ্র ব্যক্তি এবং স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

এরপর বিসিএএস স্থানীয় মানুষদের নিয়ে কমিটি গঠন করে। এদের মধ্যে রয়েছেন এনজিও কর্মী, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এবং সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি থেকে আসা কমিউনিটির সদস্য। কমিটির সদস্যরা নিয়মিতভাবে সভা করার মাধ্যমে চান্দা বিলের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। এভাবে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষেরা চান্দা বিল প্রসঙ্গে একটি সমঝোতায় আসতে সক্ষম হলো। এবং তারা একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করল। কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্যান্যের মধ্যে রয়েছেন স্থানীয় প্রতিনিধিবৃন্দ, স্থানীয় এমপি, এবং সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার বা ডিসি।

কেন্দ্রীয় কমিটি একটি ছোট আকারের সাব-কমিটি নিয়োগ করল যারা বিলের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনার কাজ দেখাশোনা করে। কমিটির সদস্যদের জন্য আলাদা করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে করে তারা জলাভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে এবং কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে এডভোকেসি কৌশল কি হবে সেটি জানতে পারে।

এলাকার জনগণকে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে জলাভূমির কার্যকর ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝাতে ও তাদের এলাকার জলাভূমির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবগত করতে বিসিএএস সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম যেমনঃ মঞ্চ নাটক তৈরি, লোকসঙ্গীত প্রচার এবং মুদ্রিত উপকরণ তৈরি ও বিতরণ করেছে। এ ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম স্থানীয় জনসাধারণকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সচেতন করেছে এবং তারা উদ্বুদ্ধ ও একত্রিত হয়ে স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে মিলে জলাভূমির উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার লক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারে অভিন্ন সিদ্ধান্তে আসতে সক্ষম হয়েছেন। জনগণ স্থানীয় প্রশাসনকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে জলাভূমির ব্যবস্থাপনার লক্ষে কতগুলো ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ সমাধা করতে হবে যেমনঃ

জলাভূমির কতগুলো স্থান পুনঃখনন করা ও মৎস্য ব্যবস্থাপনার জন্য গেট নির্মাণ। তারা জেলেদের জন্য প্রশিক্ষণ সেশনের পক্ষেও এডভোকেসি করছে যাতে করে জেলেরা বাছাই করে মাছ ধরতে পারে এবং উপজেলা মৎস্য অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সকল ধরনের চাঁদা আদায় থেকে বিরত রাখতে সরকারি পদক্ষেপ দাবী করল।

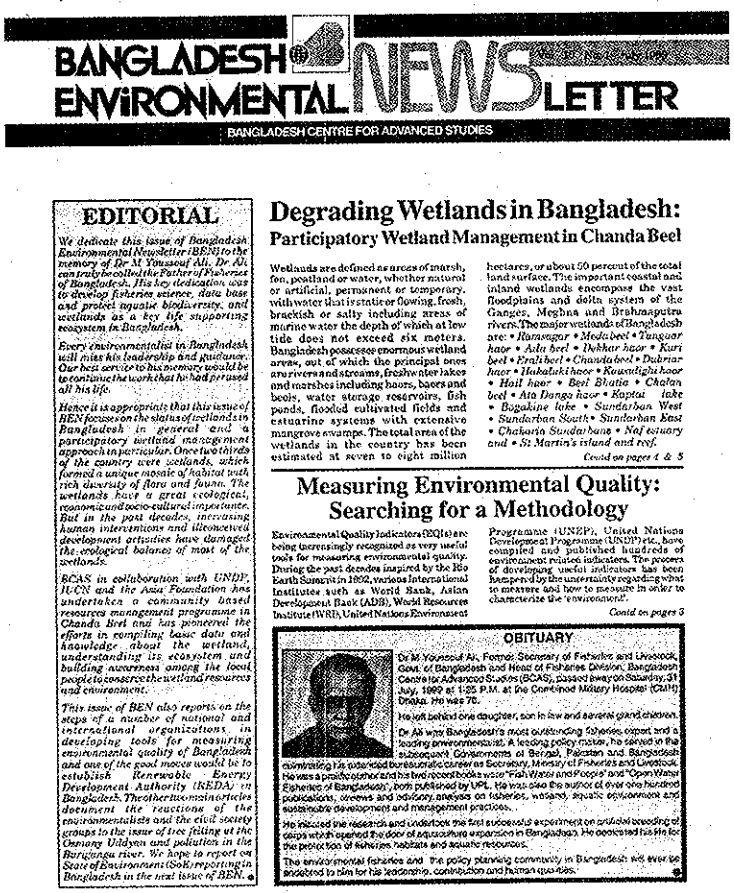

BANGLADESH ENVIRONMENTAL NEWSLETTER

BANGLADESH CENTRE FOR ADVANCED STUDIES

EDITORIAL

We dedicate this issue of Bangladesh Environmental Newsletter (BEN) to the memory of Dr M Yousuf Ali. Dr Ali can truly be called the Father of Fisheries of Bangladesh. His key dedication was to develop fisheries science, data base and protect aquatic biodiversity, and wetlands as a key life supporting ecosystem in Bangladesh.

Every environmentalist in Bangladesh will miss his leadership and guidance. Our best service to his memory would be to continue the work that he had pursued all his life.

Hence it is appropriate that this issue of BEN focusses on the status of wetlands in Bangladesh in general and a participatory wetland management approach in particular. Once two thirds of the country were wetlands, which formed a unique mosaic of habitat with rich diversity of flora and fauna. The wetlands have a great ecological, economic and socio-cultural importance. But in the past decades, increasing human interventions and uncontrolled development activities have damaged the ecological balance of most of the wetlands.

BCAS in collaboration with UNDP, IUCN and the Asia Foundation has undertaken a community based resources management programme in Chanda Beel and has pioneered the efforts in compiling basic data and knowledge about the wetland, understanding its ecosystem and building awareness among the local people to conserve the wetland resources and environment.

This issue of BEN also reports on the steps of a number of national and international organizations in developing tools for measuring environmental quality of Bangladesh and one of the good moves would be to establish Renewable Energy Development Authority (REDA) in Bangladesh. The other two main articles document the reactions of the environmentalists and the civil society groups to the issue of tree felling at the Osmany Uddyan and pollution in the Buriganga river. We hope to report on State of Environment (SoE) reporting in Bangladesh in the next issue of BEN.

Degrading Wetlands in Bangladesh:
Participatory Wetland Management in Chanda Beel

Wetlands are defined as areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salty including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters. Bangladesh possesses enormous wetland areas, out of which the principal ones are rivers and streams, freshwater lakes and marshes including haors, baors and beels, water storage reservoirs, fish ponds, flooded cultivated fields and estuarine systems with extensive mangrove swamps. The total area of the wetlands in the country has been estimated at seven to eight million hectares, or about 50 percent of the total land surface. The important coastal and inland wetlands encompass the vast floodplains and delta system of the Ganges, Meghna and Brahmaputra rivers. The major wetlands of Bangladesh are: • *Ramsagar* • *Medabeel* • *Tanguar haor* • *Aila beel* • *Hakkar haor* • *Kari beel* • *Erali beel* • *Chanda beel* • *Dakrar haor* • *Hakaluki haor* • *Kawadighi haor* • *Hail haor* • *Beel Bhatia* • *Chalan beel* • *Ata Danga haor* • *Kaptai lake* • *Bogakine lake* • *Sundarban West* • *Sundarban South* • *Sundarban East* • *Chakaria Sundarbans* • *Naf estuary and* • *St Martin's island and reef.*

Contd on pages 4 & 5

Measuring Environmental Quality: Searching for a Methodology

Environmental Quality Indicators (EQIs) are being increasingly recognized as very useful tools for measuring environmental quality. During the past decades inspired by the Rio Earth Summit in 1992, various International Institutes such as World Bank, Asian Development Bank (ADB), World Resources Institute (WRI), United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Development Programme (UNDP) etc., have compiled and published hundreds of environment related indicators. The process of developing useful indicators has been hampered by the uncertainty regarding what to measure and how to measure in order to characterize the 'environment'.

Contd on pages 3

OBITUARY

Dr M. Yousouf Ali, Former Secretary of Fisheries and Livestock, Govt. of Bangladesh and Head of Fisheries Division, Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS), passed away on Saturday, 31 July, 1999 at 1:25 P.M. at the Combined Military Hospital (CMH) Dhaka. He was 70.

He left behind one daughter, son in law and several grand children.

Dr Ali was Bangladesh's most outstanding fisheries expert and a leading environmentalist. A leading policy maker, he served in the subsequent Governments of Bengal, Pakistan and Bangladesh culminating his extended bureaucratic career as Secretary, Ministry of Fisheries and Livestock. He was a prolific author and his two recent books were "Fish Water and People" and "Open Water Fisheries of Bangladesh", both published by UPL. He was also the author of over one hundred publications, reviews and advisory analyses on fisheries, wetland, aquatic environment and sustainable development and management practices.

He initiated the research and undertook the first successful experiment on artificial breeding of carps which opened the door of aquaculture expansion in Bangladesh. He dedicated his life for the protection of fisheries habitats and aquatic resources.

The environmental fisheries and the policy planning community in Bangladesh will ever be indebted to him for his leadership, contribution and human qualities.

স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ এবং কমিউনিটি ভিত্তিক এডভোকেসি

চাহিদা ও যোগান দিকের কাজগুলোকে একত্রিত করে পরিপূরক কার্যক্রম গ্রহণ করা দি এশিয়া ফাউন্ডেশন সমর্থিত অনেক এনজিওর কাজের একটি দিক। এ ধরনের দ্বিমুখী কর্মকৌশল স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধিতে বড় ধরনের ভূমিকা রাখে। এবং কমিউনিটির গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচনী এলাকার জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়াতে ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস)

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস) বাংলাদেশে ১৯৮৬ সাল থেকে কাজ করছে। বিএনপিএস-এর কার্যক্রম নারীর ক্ষমতায়ন ও আইনগত অধিকার আদায়ে তাদেরকে সোচ্চার হতে সাহায্য করেছে এবং সমাজে তাদের পরিচিতি, বক্তব্য প্রদানের সুযোগ, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করেছে। বিএনপিএস কার্যক্রমের প্রধান উপাদানগুলোর অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ শিশু ও কিশোরীদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা এডভোকেসি; এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ, উন্নয়নের উদ্দেশ্য এবং স্থানীয় সরকারের ভূমিকা ও দায়িত্ব বিষয়ে নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের "কার্যকর স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের জন্য গণতান্ত্রিক শিক্ষা" শীর্ষক প্রকল্প বিএনপিএস ১৯৯৭ সাল থেকে বাস্তবায়ন করছে। নেত্রকোণা জেলার ৮টি ইউনিয়ন এবং চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের মোট ৩৬৬টি গ্রামে বিএনপিএস-এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায়

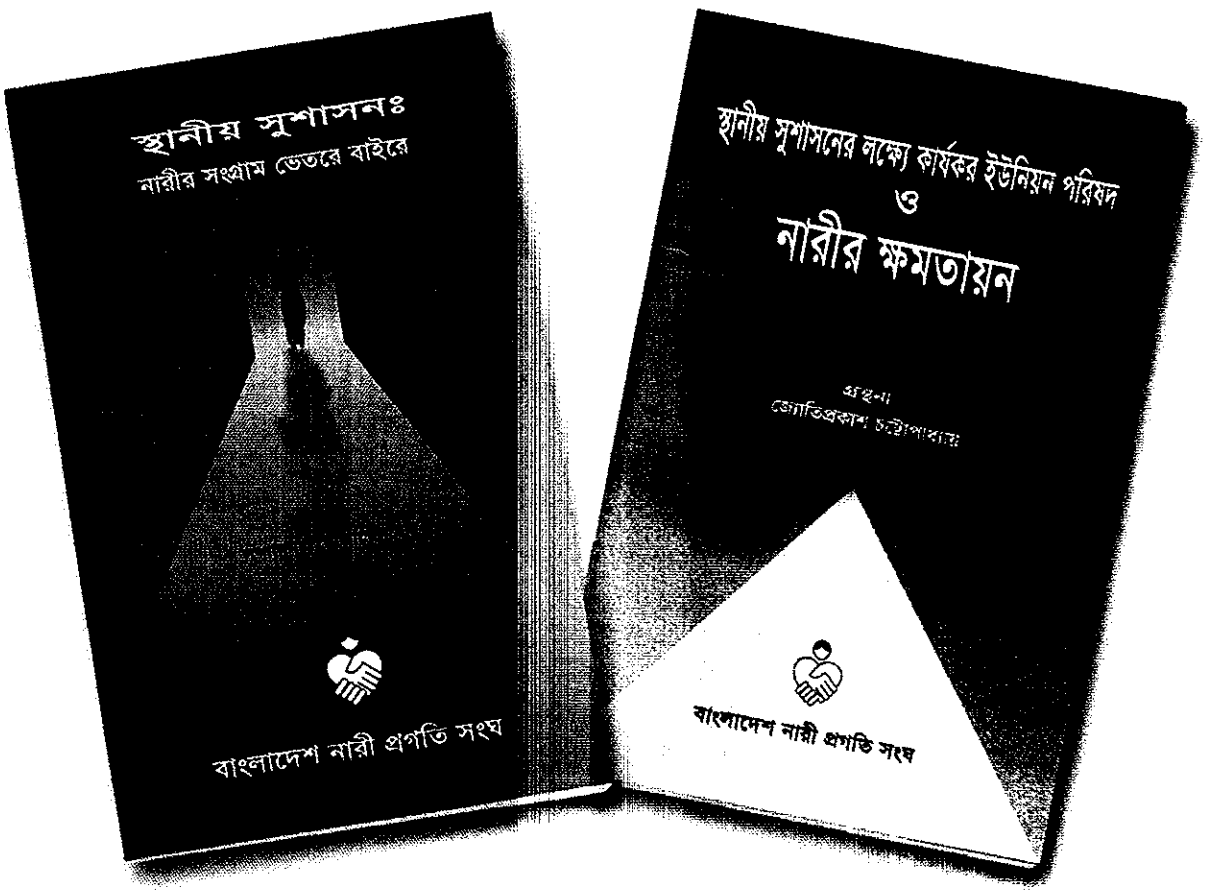

নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করা এবং স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদকে দরিদ্র মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র নারীদের প্রতি অধিক দায়িত্বশীল করে তোলা। বিএনপিএস-এর কার্যক্রমে নারী নেতৃত্বের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে যাতে করে নারী নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক নীতিমালা, স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের ভূমিকা ও দায়িত্ব এবং উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন বুঝতে পারে। বিএনপিএস স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের নারী নেতৃত্বকে সহায়তা দিয়েছে যাতে করে তারা নিজেদের সঙ্গে নির্বাচনী এলাকার জনসাধারণের কার্যকর দ্বিমুখী যোগাযোগ তৈরি করতে পারে। এতে করে কমিউনিটির জনগণ স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ সদস্যদের সঙ্গে একক ও দলীয়ভাবে আলোচনায় বসতে ও তাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সম্পর্কে জানাতে পারে। তাছাড়া বিএনপিএস দেশের ২৫টি জেলার মহিলা ইউপি সদস্যকে নিয়ে একটি নতুন নেটওয়ার্ক সংগঠিত করেছে। এই নতুন নেটওয়ার্ক মহিলা ইউপি সদস্যদের নিজেদের মধ্যে ও অন্য ইউপি সদস্যদের সঙ্গে মত বিনিময়ের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে, স্থানীয় বিচার ব্যবস্থায় ও উন্নয়ন কার্যক্রমে বিশেষ করে নারী নেতৃত্বের অংশগ্রহণ বেড়েছে।

এই প্রকল্পের বাড়তি কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ইউপি সদস্য ও চেয়ারম্যানের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা; স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদে নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরির লক্ষে বিএনপিএস-এর প্রকল্পের সুবিধাভোগী গ্রুপের নেতৃত্বকে প্রশিক্ষণ প্রদান; ইউনিয়ন পরিষদ কর্মকর্তা ও কমিউনিটি নেতৃত্বের জন্য কর্মশালা ও মতবিনিময় সভার আয়োজন; ইউনিয়ন পরিষদ কর্মকর্তা ও ভোটারদের মধ্যে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা; নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, নিয়োগপ্রাপ্ত সরকারি আমলা এবং এনজিও স্টাফদের নিয়ে সমন্বয় সভার আয়োজন; এবং মঞ্চ নাটক তৈরি ও প্রদর্শন, পোস্টার এবং লিফলেটসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা।

ইন্টারন্যাশনাল ভলান্টারী সার্ভিসেস (আইভিএস)

আইভিএস হলো একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। এই সংস্থাটি বাংলাদেশে ১৯৭২ সাল থেকে কাজ করছে। দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এবং ৮টি স্থানীয় সহযোগী এনজিও সংস্থার সহযোগিতায় আইভিএস "নাগরিক অংশগ্রহণের লক্ষে এডভোকেসি শিক্ষা (এইসিপি)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পটি আটটি জেলার ১১টি উপজেলার ৩০ টি ইউনিয়নের ৫৩০টি গ্রামে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আইভিএস স্থানীয় সরকার পদ্ধতিতে তিন ধরনের স্টেকহোল্ডারকে নির্দিষ্ট করে তাদের কর্মসূচিকে সাজিয়েছে। এরা হলোঃ নির্বাচিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাগণ; সুবিধাবঞ্চিত গ্রুপ বা কমিউনিটির এসোসিয়েশন সদস্যরা এবং এনজিও।

ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে আইভিএস উল্লেখযোগ্য সফলতার সাক্ষর রেখেছে এবং প্রকল্প এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ডে ইউনিয়ন পরিষদকে ফোকাস পয়েন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইউপি সদস্যরা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় ও বিরোধ মিমাংসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা করছে এবং নাগরিক সমাজ স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে। ইউপি সদস্যরা এখন ইউপি চেয়ারম্যানকে ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জবাবদিহি করে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরগুলোর কর্মীরা তাদের কাজে আগের তুলনায় অনেক বেশি তৎপর কারণ স্থানীয়- সরকারের জনপ্রতিনিধিবৃন্দ তাদের কাজ ও দক্ষতা পর্যবেক্ষণ করছে। করের হার এবং রাজস্ব আদায় প্রকল্প এলাকার ৩০টি ইউনিয়ন পরিষদের সব ক'টিতে বেড়েছে। মহিলা নাগরিক সমাজের মধ্যে নিয়মিত সমন্বয় সভা হওয়ার কারণে সরকারের ত্রাণ কার্ড বিতরণ (ভিজিডি এবং ভিজিএফ) এখন অনেক বেশি ন্যায়সঙ্গত।

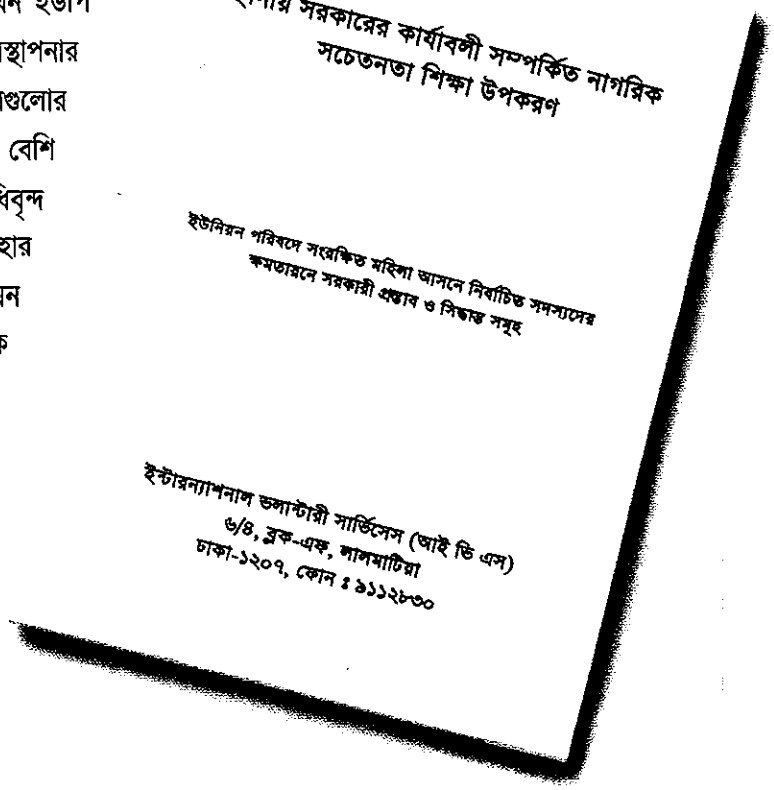
স্থানীয় সরকারের কার্যাবলী সম্পর্কিত নাগরিক সচেতনতা শিক্ষা উপকরণ

ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত সদস্যদের ক্ষমতায়নে সরকারী প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত সমূহ

ইন্টারন্যাশনাল ভলান্টারী সার্ভিসেস (আই ভি এস)
৬/৪, ব্লক-এফ, লালমাটিয়া
ঢাকা-১২০৭, ফোন ঃ ৯১১২৮৩০

তাছাড়া আইভিএস প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাজেট তৈরি বিষয়ের উপর স্থানীয় সরকার পরিষদের মহিলা ও পুরুষ সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ অধিবেশনের আয়োজন করেছে;

জনসাধারণের জন্য এডভোকেসি এবং নাগরিক অধিকার ও দায়িত্বের উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে; স্থানীয় পরিষদের জবাবদিহিতা ও তাদের কর্মধারার স্বচ্ছতা বিষয়ে নির্বাচকমন্ডলী ও এনজিও নেতৃবৃন্দ-এর জন্য কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করা। তাছাড়া সরকারি প্রশাসক, এনজিও স্টাফ, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এবং সুবিধাভোগী গ্রুপ সদস্যদের নিয়ে বিরোধ মিমাংসা সংক্রান্ত, স্থানীয় সরকার পরিষদের কার্যাবলী এবং ইউপি'র দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তার ডিপি কার্যক্রমের আওতায় আইভিএস প্রকল্পের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে কমিউনিটি বাজেট মিটিং ব্যবস্থার প্রবর্তন ও প্রচলন। আইভিএস-এর সহযোগী এনজিও সংস্থা সচেতন স্কুল শিক্ষক, গ্রাম ডাক্তার, স্বচ্ছল কৃষক, তরুণ, গ্রাম মাতব্বর, ইমাম এবং কমিউনিটির অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে ইউনিয়ন উন্নয়ন বাজেট তৈরি করে। তাছাড়া আইভিএস -এর সহযোগী সংস্থাগুলো তাদের স্ব স্ব এলাকায় এনজিও-কে ক্ষমতায়ন করছে যাতে তারা ইউপি-র কাজকে মনিটর করতে এবং ইউপি সদস্য বা চেয়ারম্যানের প্রচার ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নের ব্যাপারে তাদেরকে জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে এসেছে।

উত্তরণ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত এনজিও উত্তরণ কাজ শুরু করে ১৯৮৫ সালে। দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত, ভূমিহীন মানুষ, নারী ও অস্পৃশ্য মানুষদের সেবা করতে উত্তরণের প্রতিষ্ঠা। উত্তরণ ৬ টি উপজেলার ১৯টি ইউনিয়নের ৩৯১টি গ্রামে কাজ করে। সুবিধাভোগী গ্রুপ তৈরির মাধ্যমে উত্তরণ ঋণ কার্যক্রম, জেন্ডার সচেতনতা, কৃষি উন্নয়ন, পশু সম্পদ পালন ও মাছ চাষ, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিকতা রক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উত্তরণ কতগুলো বিষয়ে সামাজিক এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যেমন এখন কাজ করছে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, আর্সেনিক রোধ, গাছ লাগানো এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি বিষয়ে।

ডিপি'র অধীনে দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তার উত্তরণ ১৯৯৯ সাল থেকে "কাস্টমারের সামাজিক উন্নয়ন চাহিদা পুরণের লক্ষে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদকে শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এই প্রকল্পে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের উপর; কমিউনিটির সদস্যদের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে কিভাবে উদ্বুদ্ধকরণ করতে হবে সে সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ; ৬২টি ইউনিয়নের মহিলা ইউপি সদস্যদের নিয়ে এসোসিয়েশন তৈরি করার বিষয়ে। উত্তরণের উদ্ভাবনী কর্মকান্ডের মধ্যে আয়োজিত প্রশিক্ষণে যে শুধু ইউনিয়ন পরিষদের দৈনন্দিন ভূমিকা ও দায়িত্বাবলীর কথা থাকছে তা নয়। এই ধরনের প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ইস্যুগুলো যেমনঃ নারী ও শিশু পাচার, আর্সেনিক মোকাবেলা, পরিবেশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং জাতি সমস্যা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। উত্তরণ তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিশেষ উদ্যোগে সাংবাদিকদের নিয়ে এসেছে যাতে করে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তৎপর হয় ও কাজের ও সিদ্ধান্তের জন্য জবাবদিহি করে।

উত্তরণ ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ের জন্য কমিউনিটি লোকদের নিয়ে কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি যথাক্রমে ত্রৈমাসিক ও মাসিক মিটিং এ মিলিত হয়। এই কমিটির মিটিং-এ উত্তরণ সদস্য পাঠিয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। এই প্রশিক্ষণে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা ও দায়িত্ব, কমিউনিটি উন্নয়ন ইস্যু, ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কমিউনিটির সদস্যদের অংশগ্রহণের পদ্ধতি এবং স্থানীয় পর্যায়ে ইউপি সদস্য ও এনজিও কর্মীর মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। নিয়মিত সভায় উত্তরণের প্রশিক্ষকরা সামাজিক ইস্যুতে অধিবেশন পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও উত্তরণ একটি দ্বি-মাসিক নিউজলেটার "উপকূল বার্তা" প্রকাশ করে। এই পত্রিকাটি স্থানীয় এনজিও, নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ, সমাজকর্মী, শিক্ষক এবং কমিউনিটির অন্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

যেহেতু উত্তরণের এডভোকেসি ও সংস্কারের লক্ষে গ্রুপকে উদ্বুদ্ধকরণের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাই স্থানীয় সরকার পরিষদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে তাদের যে উদ্যোগ তাতেও উদ্ভাবনামূলক কৌশল লক্ষ করা যায়। যেমন ধরা যাক পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের বিষয়টি। এনজিও কর্মী ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। উত্তরণের কর্মএলাকা দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে পানি আটকে থাকা একটি বড় ধরনের সমস্যা। যে সমস্যা চমৎকারভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব হচ্ছে পানি ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে। এই যে পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি সেটি আবার নাগরিক সমাজ ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতার এক আদর্শ উদাহরণ।

শরিয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)

শরিয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস) শরিয়তপুর জেলার তিনটি থানার ৩৭টি ইউনিয়নের মোট ৩২৯টি গ্রামে কাজ করছে। দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ডিপি কার্যক্রমের আওতায় এসডিএস এর কাজের ফোকাস হলো কমিউনিটি সদস্যদের বিশেষ করে মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান। তারা যাতে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের কাছে আরো ভালো মানের সেবার জন্য এডভোকেসি করতে পারে। এসডিএস-এর কার্যক্রম শুরুর আগে ইউনিয়ন পরিষদের অনেক সদস্য ইউনিয়নের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করত না। এলাকাবাসী ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের একত্রিত করে মতবিনিময় সভা, প্রশিক্ষণ অধিবেশন ও কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে এসডিএস ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের ইউনিয়নের সকল ধরনের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছে। এবং তাদেরকে আরো উৎসাহিত করেছে তাদের নিজেদের মধ্যে, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে এবং অন্যান্য স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় ব্যবস্থা আরো উন্নত করতে। নাগরিক ও নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দের যৌথ চাপের কারণে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা এবং সরকারের সেবা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত কর্মীগণ মাঠে নিয়মিতভাবে যেতে এবং আরো বেশি সময় ব্যয় করতে শুরু করেন। তারা কমিউনিটির মানুষের নিয়মিত যোগাযোগ রাখার ব্যাপারেও সজাগ হোন।

তাছাড়া মতবিনিময়ের বিভিন্ন উদ্যোগের কারণে কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, সুবিধাবঞ্চিত মানুষ এবং নারীরা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের কাছে উন্নততর সেবার চাহিদা জানাতে এবং উন্নয়ন ইস্যু নিয়ে এডভোকেসি করার সুযোগ পেল। শুধু তাই নয় এই ধরনের কর্মকান্ডের কারণে ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যরা আস্থা অর্জন করেছে এবং তাদের দরকষাকষির ক্ষমতা বেড়েছে বিশেষ করে ভিজিডি কার্ড বিতরণের ক্ষেত্রে তারা আগের তুলনায় বেশি মত প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ

স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ সংক্রান্ত কর্মকান্ড

স্থানীয় নির্বাচত পরিষদের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের কারণে এনজিওগুলো স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষে নতুন কর্মকৌশল প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে এবং এতে করে তারা চমৎকার ফলাফল পায়। এখন এনজিওরা স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদকে তাদের কমিউনিটি উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ সম্পর্কে এনজিওদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখছে। দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এবং ডিপি কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত এনজিও কার্যক্রমের সফলতা হলো দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখযোগ্যভাবে বদলে গেছে। এখন এনজিওরা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম বিশ্বাস করে তারা এই বোধটি তারা ডিপি কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জন করেছে। তারা দেখেছে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ ও নাগরিক গ্রুপের সঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে তারা সত্যিই স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। তাছাড়া এখন স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ এনজিওকে স্থানীয় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অংশীদার হিসেবে গণ্য করে। স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ মনে করে এনজিও হলো সক্ষমতা অর্জন ও অন্যান্য কারিগরি সহায়তার ক্ষেত্রে তাদের সম্পদ ও সহযোগী। নাগরিকগণও এনজিও কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার পরিষদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ পাওয়ায় এনজিওর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছে।

সরকারি সম্পদে শুধুই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নয় সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণ

ডিপি'র কার্যক্রম শুরুর পূর্বে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি যাদের ক্ষমতা ও অর্থ আছে তাদের দ্বারা পরিচালিত হতো। দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবেশীদেরও সেখানে বলার কোন সুযোগ ছিল না। দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তাপ্রাপ্ত ডিপি'র অধীনে সহযোগী এনজিওগুলোর কর্মকান্ডে সাড়া দিয়ে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমনঃ সমাজের সকল স্তরের মানুষের চাহিদা ও মতামত এখন তারা শোনেন এবং সম্পদ বরাদ্দ ও বন্টনে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ যাতে সমাজের বিত্তবান ও মধ্যবিত্তের পাশাপাশি দরিদ্ররাও উপকৃত হন। আবার একই সময় ডিপি'র কার্যক্রমের ফলে এনজিও পরিচালিত কর্মশালা ও এডভোকেসি কার্যক্রমে অংশ নেয়ার মধ্য দিয়ে কমিউনিটির লোকজন এমনকি সর্বাধিক সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিটিও সরকারি সম্পদে নিজেদের অধিকারের কথা সাহসিকতার সঙ্গে বলতে পারছে।

আর্থিক, অফিস এবং রেকর্ড ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রমিতকরণ

দি এশিয়া ফাউন্ডেশন-এর সহায়তাপ্রাপ্ত এনজিওগুলো ইউনিয়ন পরিষদকে সরাসরি কারিগারি সহায়তা দেয়ার মাধ্যমে প্রমিত একাউন্টিং পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সঠিক অফিস ও অন্যান্য ডাটা রেকর্ড ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে তাদেরকে সহায়তা করেছে। এ ধরনের কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ অধিবেশনগুলো ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বাজেট, লাইসেন্স, কর, রেকর্ড, রেজিস্ট্রেশনসহ অন্য অনেক কাজে আগের তুলনায় তারা পরিশ্রমী হয়েছে, পুরো কাজটি সঠিক ও সুন্দরভাবে তারা সমাধা করছেন। ফলে কাজে স্বচ্ছতা এসেছে এবং জবাবদিহি করার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

বাজেট, সম্পদ, নিবন্ধিত রেকর্ড ও স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে স্থানীয় জনগণ অবহিত হওয়া

দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহযোগী এনজিওরা খোলা নীতি ও পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং ইউনিয়ন পরিষদকে এ ধরনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রতি আন্তরিক করতে সক্ষম হয়েছে। ডিপি'র কর্মএলাকায় স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ তাদের বাজেট ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত তহবিল রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করেছে। মিটিং এর কার্যবিবরণী বুলেটিন বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দেয়া হচ্ছে। জন্ম, বিয়ে ও মৃত্যুর নিবন্ধন রেজিষ্টার কমিউনিটির জনগণের চাহিবামাত্র দেখার সুযোগ রয়েছে। এই ধরনের আচরণ পরিবর্তনের ফলে ইউনিয়ন পরিষদের উপর এলাকাবাসীর বিশ্বাস ও আস্থা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে।

সম্পদের সচলতা ও উত্তম ব্যবহার

দি এশিয়া ফাউন্ডেশন-এর সহযোগী এনজিও-দের ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ইউপি সদস্যরা এখন জানে কিভাবে বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা আরো ভালোভাবে ডিজাইন করা যায় এবং কি করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে অর্থ ও মানব সম্পদকে উত্তমরূপে ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা করা যায়। পাশাপাশি স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের সদস্যরা স্থানীয় জনগণের আয়ের উৎস হিসেবে গাছ লাগানো কর্মকান্ড দক্ষতার সঙ্গে কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন যেমনঃ রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ও খাল খনন এবং ন্যায়সঙ্গত কর নির্ধারণ ও তা সংগ্রহে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের সদস্যরা দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। এ ধরনের কর্মকান্ডে তারা এখন জনগণকে সম্পৃক্ত করছে এবং নিজেরাও অধিক হারে দক্ষতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে। ডিপি'র কার্যক্রমভুক্ত এলাকার সাধারণ জনগণ এখন অনেক বেশি সন্তুষ্ট। কারণ তারা দেখছে ইউনিয়ন পরিষদ তহবিল ও মানব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারে সচেষ্ট এবং এই সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এলাকার মানুষের চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে।

ভিজিডি, পুনর্বাসন ও অন্যান্য বিশেষ ভাতার ন্যায়সঙ্গত বিতরণ

দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এবং ডিপি কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত এনজিও-দের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং এলাকার জনগণের সাথে মত বিনিময়ের পর স্থানীয় সরকার পরিষদের সদস্যরা তাদের কাজের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে পারছে এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের গুরুত্ব আরো ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন। বিশেষ করে ত্রাণ, বয়স্ক এবং অন্যান্য ভাতা যা সরকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা সবচেয়ে দরিদ্র তাদের জন্য বরাদ্দ রেখেছে–এই বিষয়টি তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে কারণে তারা বিভিন্ন ধরনের ভাতা প্রদানে তাদের কর্তৃত্ব সুবিবেচনাপ্রসূতভাবে ব্যবহার করে থাকে।

স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের সকল কাজ চেয়ারম্যান নিয়ন্ত্রণ করছেন না সেটি নিশ্চিত করা এবং একজন মহিলা একজন পুরুষের মতোই অংশ নিচ্ছে

ডিপি কার্যক্রমের আওতায় এনজিওগুলো তাদের কাজকে এমনভাবে ফোকাস করছে যাতে সকল ইউপি সদস্য মিটিংয়ে কথা বলেন, তারা যেন বাজেট ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া বোঝে, কোন কার্যক্রম বাস্তবায়নে যেন সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে এবং স্থানীয় সমস্যায় যেন তারা নিজেদের মত প্রকাশ করে। এনজিওদের এ ধরনের সহায়তা ও উৎসাহের কারণে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ

সদস্যরা আগের তুলনায় সকল কাজে বেশি করে অংশগ্রহণ করছে, তারা সকল আলোচনা ও সিদ্ধান্তে চেয়ারম্যানের প্রচলিত কর্তৃত্বকে বহাল না রেখে নিজেরাও মত প্রকাশে এগিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া ডিপি প্রকল্প এলাকার জেন্ডার সংবেদনশীল বিষয়গুলোতে এনজিওরা কর্মশালার আয়োজন করছে যেখানে এনজিওরা শুধুমাত্র এ ধরনের বিষয়গুলোতে মহিলাদের কথা বলতে এবং তাদের অধিকার দাবী করতে উদ্বুদ্ধ করেছে তা নয় তারা চেয়ারম্যানকে উৎসাহিত করেছেন সকল সদস্যের উপদেশ এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিশেষ করে মহিলা সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চেয়ারম্যান নিজে যেন উদ্যোগী হন।

নারী নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা

উপজেলা পর্যায়ে সকল মহিলা ইউপি সদস্যদের নিয়ে এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার কারণে এলাকার নারী নেতৃত্ব অত্যন্ত উপকৃত হয়েছে। জেন্ডার বৈষম্যভিত্তিক কোন ইস্যু মোকাবেলায় কিংবা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে কর্তব্য পালন করতে গিয়ে কোন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তারা এখন অনেক স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। কারণ তারা প্রয়োজনে সমমনা নারীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহযোগিতা পেয়ে থাকেন। স্থানীয় পর্যায়ের নারী নেতৃত্বের প্রসার দেশজুড়ে নারী নেতৃত্বের ভিত্তি রচনা করেছে। একথা বলা যেতেই পারে সময়ের ধারায় এবং আরো বেশি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে সুযোগ পেলে এই নারীরাই আরো বড় দায়িত্ব পালনে এগিয়ে যাবে।[৬] এভাবেই একদিন আরো উন্নত পরিস্থিতিতে নারীর নেতৃত্ব লক্ষ্য করা যাবে।

নারী ভোটারদের সঙ্গে নিয়মিত আলাপের মাধ্যমে তাদের সমস্যা বুঝতে পারা

সহযোগী এনজিওদের কর্মশালা থেকে একথা নিশ্চিত বোঝা যায় নারী ভোটারগণ পুরুষ ও মহিলা উভয় ধরনের ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের কাছে যেতে পারছে এবং তাদের কাছে নিজেদের সমস্যার কথা বলতে পারছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা অভিজ্ঞতা ও আস্থা অর্জন করতে পারছে, তারা তাদের সমস্যাকে চিহ্নিত করতে পারছে বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গ্রাম্য সালিশ, দাম্পত্য কলহ নিরসন, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার বিষয়ে কিংবা অন্য যে কোন ধরণের সমস্যায়। এই ভাবে ডিপির কার্যক্রম ইউনিয়নের নারীদের আত্মবিশ্বাস ও নিশ্চিতবোধ বাড়াতে সহায়তা করেছে কারণ এখন ইউনিয়নের নারীরা মনে করেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ তাদের সঙ্গে আছেন।

নির্বাচনী এলাকার অংশগ্রহণকারী নারী ও পুরুষ উন্নয়ন ও সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে পারা।

দি এশিয়া ফাউন্ডেশন–এর সহায়তায় ডিপি কার্যক্রমের আওতায় সহযোগী এনজিওরা যে প্রশিক্ষণ অধিবেশনগুলো আয়োজন করেছে তার মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বুঝতে এলাকাবাসীকে সাহায্য করছে। নির্বাচিত কর্মকর্তাদের কাছে তাদের প্রত্যাশা কী সেটিও তারা বুঝতে পারছেন। তাছাড়া কর্মশালা, সেমিনার ও উঠোন বৈঠক কমিউনিটির লোকদের ফোরামে কথা বলার সুযোগ করে দেয় যেখানে তারা তাদের ইচ্ছা,

[৬] দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, *ভয়েসেস অব ওমেন: এ নিউ এরা অব পলিটিক্যাল লিডারশীপ ইন বাংলাদেশ*, পৃষ্ঠা ৫-৬।

প্রয়োজন বা চাহিদা এবং প্রত্যাশার কথা বলতে পারেন। কিছু কিছু এলাকায় এই প্রথমবারের মতো কমিউনিটির সকলে তাদের এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধির সঙ্গে কাজ করার ও নিজেদের উন্নয়নে অংশ নেয়ার সুযোগ পেল।

সকল স্টেকহোল্ডারের মধ্যে সমন্বয় সভার আয়োজন করা

ডিপি'র সহযোগী এনজিওদের অর্থায়নে যে সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয় সেখানে কোন একটি কমিউনিটির উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেন এমন সকল পক্ষ অর্থাৎ সরকারি সংস্থা, এনজিও, কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থা এবং কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ একত্রিত হন। এ ধরনের সমন্বয় সভায় বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণ যে আলোচনা করেন তাতে এই নির্দিষ্ট কমিউনিটির প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়। এ ধরনের সমন্বয় সভার মধ্য দিয়ে কমিউনিটির উন্নয়ন কার্যক্রম অধিক পরিমাণে সুনির্দিষ্ট ও চাহিদাভিত্তিক হয়ে থাকে। এ ধরনের কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা ও কার্যকারিতার সঙ্গে সম্পন্ন করা যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার প্রসার ঘটানো

ইতোপূর্বে কমিউনিটির লোকজন কমিউনিটির উন্নয়ন প্রকল্প নির্বাচনে মতামত প্রকাশ করেনি, ডিপি'র কার্যক্রম শুরুর পর থেকে তারা কমিউনিটির উন্নয়নে তাদের মত প্রকাশ করছে। এর মধ্য দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ নেতৃবৃন্দও বুঝতে পারছেন কমিউনিটির লোকজন তাদের সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা, পরিবারের সকল সদস্যের জন্যে স্বাস্থ্য তথ্য ও স্বাস্থ্য যত্ন এবং তাদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও বিরতি দিয়ে সন্তান নিচ্ছে। ফলে ডিপি'র কার্যক্রম এলাকায় স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ এ ধরনের প্রকল্পগুলোতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করছে।

মৌলিক সেবাগুলো সরবরাহের লক্ষে জাতীয় সংস্থাগুলোর স্থানীয় শাখায় লবি করা

অনেক বছর যাবত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা তাদের কাজে অবহেলা করে আসছে। জনগণকে তাদের প্রাপ্য সেবা প্রদান করছে না। এনজিওদের সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ অধিবেশন এবং সমন্বয় সভার ফলে ইউপি সদস্য ও এলাকার জনগণ এখন সম্মিলিতভাবে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে সরকারি সংস্থাগুলো যাতে পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করে সে লক্ষ্যে এডভোকেসি ও লবি করতে শুরু করেছে।

কমিউনিটি ভিত্তিক এডভোকেসি

দি এশিয়া ফাউন্ডেশন এর সহায়তায় ডিপি কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশের তিনটি পৃথক স্থানে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণের কাজ চলছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইনি ও রাজনৈতিক পরিবেশে পরিবর্তন দাবী করতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। নিজেদের দাবী দাওয়া নিয়ে যাতে নিজেরাই কথা বলে সে লক্ষে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। একটি সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। তৃণমূল পর্যায়ে এডভোকেসি উদ্যোগের উদ্দেশ্যসমূহ সকল এনজিও অংশীদারের জন্য একই রকম কিন্তু এর প্রভাব এলাকাভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন কারণ এর প্রভাব কমিউনিটির অবস্থার উপর নির্ভর করে। যা হোক, সুনির্দিষ্ট এবং সাধারণ কিছু উত্তম চর্চা ও শিক্ষনীয় বিষয় সকলের জানা থাকতে পারে।

তৃণমূল পর্যায়ে সুশাসনের লক্ষে এডভোকেসি কার্যক্রমের সূচনা

দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তায় পরিচালিত ডিপি কার্যক্রমের আওতায় এডভোকেসি কার্যক্রম বাংলাদেশের জন্য অদ্বিতীয় ও অভূতপূর্ব এক ঘটনা। এই কার্যক্রমকে সাধারণ জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ করাতে ডিজাইন করা হয়েছে। যাতে করে সাধারণ জনগণ কমিউনিটির সমস্যা সমাধানে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হয় এবং সরকারি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।

এই কর্মকান্ডের ফলে কর সংগ্রহ, পানীয়জল ও পয়নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, খাস জমি বন্দোবস্তকরণ, রাস্তা নির্মাণ, ভিজিডি কার্ড বিতরণ এবং বন্যার ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে ইতিবাচক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে ডিপি'র অধীনে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে যেমন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগত করা এবং তাদের সঙ্গে এলাকাবাসীর সহযোগিতাপূর্ণ কাজের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

সার্বিক লক্ষ্যটি হলো ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন এজেন্ডা শুধুই গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে সীমিত না রেখে এর পরিধি বাড়ানো। শিক্ষা, মানবাধিকার, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন এবং নারীর ক্ষমতায়ন ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন এজেন্ডাতে অন্তর্ভুক্তকরণ। তাছাড়া এই কর্মসূচির আওতায় নাগরিকদের সহায়তা করা যাতে তারা তাদের প্রাপ্য কিন্তু দীর্ঘদিন যাবত উপেক্ষিত সরকারি সেবা যেমনঃ কৃষি সম্প্রসারণ সংক্রান্ত তথ্য ও ভর্তুকিমূল্যে সার ও কীটনাশক ইত্যাদি পেতে পারেন সে লক্ষে এডভোকেসি করা। যে-কারণে ডিপি'র সহযোগী এনজিওদের দ্বারা তৃণমূল পর্যায়ে সূচিত এডভোকেসি উদ্যোগ অনেক বেশি কার্যকরী হয়েছে এবং তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে যেটি জাতীয় পর্যায়ের নীতি কেন্দ্রিক এডভোকেসি কার্যক্রমের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া এখন এলাকার সাধারণ জনগণ জানতে ও বুঝতে পেরেছেন স্থানীয় নেতৃত্বের কাছে তাদের চাওয়ার কি আছে এবং স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব কি। ফলে এখন তারা কমিউনিটির প্রয়োজনে অন্য যে কোন ইস্যুতে শক্তিশালী ও টেকসই আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে।

ভূমিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসে পরিবর্তন আনা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভূমি হলো এমন একটি সম্পদ যা সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক প্রভাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সমাজ কাঠামোর উপরের অংশের গুটিকয়েক মানুষের কৃষি প্রধান এই দেশের বেশির ভাগ ভূমি নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে দেশের বেশিরভাগ মানুষের হাতে সামান্য পরিমাণে জমি রয়েছে কিংবা তারা ভূমিহীন। যতই দিন যাচ্ছে সমাজে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। আবার কৃষিখাতে কর্মরত শ্রমিকের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগও কম। নিঃসন্দেহে এই জনগোষ্ঠীর মানুষেরা কর্তৃত্ব, স্বায়ত্বশাসন ও অর্থনৈতিক কাঠামোর বিচারে সর্বাধিক সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত।

ভূমিহীন এই বিশাল জনগোষ্ঠী যাতে খাস জমিতে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জলমহাল ইত্যাদিতে অধিকার পায় ডিপি সহযোগী এনজিওরা সেই ব্যবস্থা করেছে ফলে গ্রামীণ জীবন ধারায় একটি সত্যিকারের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সহযোগী এনজিওদের সমিতির সদস্যরা সম্পদে তাদের অধিকারের কথা জোর দিয়ে বলতে শিখেছে। স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের কাছে তাদের দাবী উত্থাপনেও পরিবর্তন এসেছে। তারা এখন অনেক সংগঠিত এবং দাবী দাওয়া প্রকাশে অনেক বেশি গোছানো ও আধুনিক। সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ কর্মশালা, ব্যবস্থাপনা কমিটি, দল গঠন এবং নেতৃত্ব উন্নয়ন কার্যক্রম সব মিলিয়ে এমন এক অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যা অত্যন্ত দরিদ্র ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর আত্মবিশ্বাস তৈরি করেছে, তাদের আর্থিক ও শারীরিক নিরাপত্তাবোধ বৃদ্ধি করেছে এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণে পরিবর্তন এনেছে। ডিপির কার্যক্রমভুক্ত এলাকার প্রভাবশালী জনগোষ্ঠী সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে শ্রদ্ধা করে ও তাদের সমস্যা নিয়ে তারাও উদ্বিগ্ন।

নারীর সমঅধিকার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা নিশ্চিতকরণ

বাংলাদেশে নারীরা ঐতিহ্যগতভাবে আর্থিক, সামাজিক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সহযোগী এনজিওরা নারী ও দরিদ্র পুরুষ জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে তুলেছে। তাদেরকে নিজেদের অধিকার দাবী করার ক্ষেত্রে সক্ষম করে তুলেছে। যে কারণে এখন নারীরা আগের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে এবং তারা পরিবার ও সমাজে অধিক প্রভাবশালী ও উচ্চতর মর্যাদার আসনে আসীন হতে পেরেছে। এখন নারীরা নিজেরাই মনে করে তাদের নিরাপত্তা বেড়েছে। স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার কিংবা অসম্মানিত হওয়ার বিরুদ্ধে এবং সমাজে সহিংসতার বিরুদ্ধে তাদের নিরাপত্তা বেড়েছে। অনেক নারী এখন ভালো বোধ করেন যখন তারা দেখতে পান যে তারা বাসাবাড়ির সমস্যা ও ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে আইনগত নিরাপত্তা পাচ্ছেন। যেমন ধরা যাক, কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত পাবনার একজন নারী জানালেন এডভোকেসি কর্মশালায় অংশগ্রহণের পরে তিনি তার বসতবাড়ি তার নামে রেজিস্ট্রি করে নিয়েছেন। এখন তাদের বসত বাড়ি তার ও তার স্বামীর নামে। তিনি বলেন, "আমার স্বামী যদি আমাকে ছেড়ে যায় সে আমার জমিতে কোন ধরনের অধিকার পাবে না কারণ এটি এখন যৌথ সম্পত্তি"। অন্য একজন গ্রুপ সদস্য জানালেন তিনি কি করে তাদের মেয়ের বিবাহ বিচ্ছেদের জটিল অবস্থা মোকাবেলা করেছেন। তিনি মনে করেন তিনি যদি এডভোকেসি গ্রুপে যোগ না দিতেন তবে এ ধরনের জটিল অবস্থা মোকাবেলা করা তার পক্ষে সম্ভব হতো না।

নাগরিক দাবী জানাতে পরিবেশ তৈরি করা

এডভোকেসি কর্মসূচির আওতায় নাগরিকগণ দেখেছেন কোন ধরনের দাবী জানানো ও স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করতে হলে কমিউনিটির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ থাকাটা কত জরুরি। সকল সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম যেমন ঃ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ব্যাপারে সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান, নেতৃত্বের দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস উন্নয়ন এবং গ্রুপের অভ্যন্তরে ও গ্রুপগুলোর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন প্রতিষ্ঠা, এমন পরিবেশ তৈরি করা যাতে অংশগ্রহণকারীরা উৎসাহিত বোধ করেন এবং নেতৃত্বের জন্য আরো বেশি সংখ্যক নারীকে উৎসাহিত করা ইত্যাদি কার্যক্রম সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর সামনে গণতান্ত্রিক নীতিমালার তাৎপর্য তুলে ধরে।

সরকারি সেবার নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা

সাধারণ জনগণ এই প্রথমবারের মতো বুঝতে শুরু করেছে যে, দীর্ঘ কয়েক যুগ ধরে সরকারি সেবার যে চিত্র তারা দেখে এসেছে সেটি সত্যিকারের সেবা প্রদান করার অবস্থা থেকে অনেক দূরে রয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও নারীরা

তাদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করেন। সরকারি সেবা পাওয়ার ব্যাপারেও তারা নিজেরা কোন দাবী করতে পারেন না। দীর্ঘদিনের চর্চার কারণে যে সাধারণ বোধটি অনেকের মধ্যে তৈরি হয়েছে তা হলো কোন কিছু পাওয়ার জন্য অন্যের উপর নির্ভর করা। এমনকি গণতান্ত্রিক ধারণার গোড়ার কথা–নির্বাচিত প্রতিনিধির কাজ হলো তার নির্বাচনী এলাকার জনগণের স্বার্থে কাজ করা, সেই কথাটিই অনেকে ভুলে গেছে। ডিপি কার্যক্রম কমিউনিটির মানুষকে গণতন্ত্রের মূল কথা বা নীতিগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়ার পাশাপাশি সরকারি সেবার আদর্শ অবস্থাটি সম্পর্কে অবগত করেছে। পাশাপাশি জনগণের মধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে দাবী করার ও তা আদায়ের বোধটি জাগিয়ে দিয়েছে।

সালিশ ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থায় প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো

দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের আওতায় সহযোগী এনজিওগুলো স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় গ্রামের দরিদ্র জনগণের বিশেষ করে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। গ্রামীণ কাঠামোতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংঘ হলো সালিশ। ডিপি কার্যক্রম শুরুর পর সুবিধাবঞ্চিত মানুষ সালিশে তাদের অধিকার বিষয়ে কথা বলছে। রায় ঘোষণা প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে এবং রায় স্বেচ্ছাচারি ভিত্তি অর্থাৎ বিধি নিরপেক্ষ ভাবে না দিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রচলিত আইনের অধীনে দিতে সাহায্য করছে। এভাবে সালিশে কথা বলার সুযোগ পাওয়ার মধ্য দিয়ে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সালিশ ব্যবস্থার প্রতি আস্থা তৈরি হচ্ছে। এই ব্যবস্থার প্রতি তাদের সন্তুষ্টি বাড়ছে। এভাবেই সুবিধাবঞ্চিত মানুষেরা কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে তাতে করে স্বচ্ছতা বাড়ছে; এ ধরনের সুযোগ তারা আগে পেতো না।

নারীরাও এখন সালিশে অনেক বেশি অংশগ্রহণ করে থাকেন। এভাবেই তারা অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। ডিপি-র সহযোগী এনজিওদের কর্মএলাকার অনেক নারী মনে করেন সালিশে মহিলা ইউপি সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব করা কিংবা তাদের অধিকার রক্ষায় এনজিও কর্মীদের অঙ্গীকার তাদের সম্পর্কে কমিউনিটি ও পরিবারের সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলিয়ে দিতে সাহায্য করেছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ভূমিকায় নারীর দায়িত্বপালন বাসাবাড়িতে নির্যাতন, হয়রানি এবং জেন্ডার সহিংসতা তুলনামূলকভাবে কমিয়েছে। অনেক নারী গ্রুপ বলেছেন তারা এখন সম্ভাব্য হুমকি বা বিচ্ছেদের ঘটনা অনেক ভালোভাবে মোকাবেলা করতে পারেন।

স্থানীয় সরকার কর্তৃক আইনের প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন নিশ্চিতকরণ

বিদ্যমান আইন ও উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে দি এশিয়া ফাউন্ডেশন-এর সহযোগী এনজিওগুলোর এডভোকেসি কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ ও নিবিড়ভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগ যে শুধু সাধারণ জনগণের উপর প্রভাব ফেলেছে তা নয় স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের সদস্যদের উপরও প্রভাব ফেলেছে। স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে অর্থাৎ কর নির্ধারণ ও সংগ্রহ, গ্রাম আদালতে নিরপেক্ষভাবে মামলার নিষ্পত্তি এবং ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে নির্ভুল ডাটা সংরক্ষণের লক্ষে রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করা।

স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের লক্ষে এই যে গুরুত্ব আরোপ, সেটি ডিপি-র সহযোগী এনজিওদের কর্মএলাকায় লক্ষ্য করা যায়। সেখানে দেখা যায় মৃত্যু ও জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে; বাল্যবিবাহ, হিল্লা বিয়ে এবং বহুবিবাহ কমেছে; তালাকের ঘটনা চ্যালেঞ্জর মুখোমুখি হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য কর্তৃক অবৈধ চাঁদা আদায় বন্ধ হয়েছে। কর্মএলাকায় স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের দায়িত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের কারণে স্থানীয় সম্পদ যেমন খাস জমি ও মাছ চাষের জন্য খাল বন্দোবস্তকরণ ব্যবস্থা নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। যেহেতু প্রকল্প এলাকার সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী এখন স্বউদ্যোগী ও বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত তাই তারা আইন প্রয়োগের জন্য বলেন এবং নিজেরা স্বেচ্ছায় আইন মেনে চলেন।

ভবিষ্যৎ রূপরেখা

ডেমোক্রেসি পার্টনারশীপ কর্মসূচি স্থানীয় কমিউনিটির উন্নয়নে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের ইচ্ছা ও সামর্থ্য সম্পর্কে জনসাধারণ ও এনজিওদের প্রচলিত ধারণা বদলে দিয়েছে। কাজ করতে গিয়ে জানা গিয়েছে সঠিকভাবে উদ্বুদ্ধ করা গেলে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ তাদের এলাকার ভোটারদের ব্যাপারে অনেক বেশি গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল এবং তারা যথেষ্ট পরিমাণে যোগ্যও বটে। ডিপি-র কর্মকান্ডের কারণে নাগরিকগণ তাদের অধিকারের ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন, তারা তাদের চাহিদা বা দাবীর কথাটি গুছিয়ে বলতে পারেন, তারা স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় অনেক বেশি আস্থাশীল এবং নারীর অধিকার ও বৈষম্যের ব্যাপারে তাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য রয়েছে। কমিউনিটির সদস্য যারা আগে নিজেদেরকে ক্ষমতাহীন মনে করত তারা এখন নিজেদের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। তারা এখন স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণকে তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করান। নাগরিকগণ এখন মনে করেন স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ অনেক বেশি দক্ষ এবং তারা স্থানীয় কমিউনিটির উন্নয়নে কাজ করছেন।

দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থাসমূহ ডিপি কার্যক্রমের মাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তাদের অভিজ্ঞতা হলো এই ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার পরিষদের কার্যকারিতা ও দায়িত্বশীলতা আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব। শুধু তাই নয় কর্মসূচিকে পরিমার্জনের মাধ্যমে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের কার্যক্রমকে আরো টেকসই ও জনগণের জন্য কার্যকরী হিসেবে ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। কিভাবে পরিমার্জন করা যেতে পারে সে সংক্রান্ত কিছু পরামর্শ নিচে উল্লেখ করা হলো।

নারীর ভূমিকা বাড়ানো

স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদে একজন পুরুষ সদস্যের মতোই একজন নারী সদস্যের ভূমিকা ও দায়িত্ব সমান করার লক্ষে আরো বেশি পরিমাণে কাজ করা দরকার। যদিও নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন তাদের কিছু পরিমাণে অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করেছে তবে যখন নারীদেরকে একজন পুরুষ সদস্যের সঙ্গে সাধারণ সিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে উৎসাহিত করা হবে তখন জেন্ডার সমতা আনয়নের কাজটি আরো বেশি প্রতিভাত হয়ে উঠবে এবং তখনই নারীর অগ্রগতি আরো বেশি পরিমাণে ঘটতে শুরু করবে। তাছাড়া কমিটির দায়িত্ব প্রদান, বাজেট তৈরিতে অংশগ্রহণ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি তাদের অবদানের সুযোগ ও মহিলা ভোটারদের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে তাদের অবদান আরো বেশি পরিমাণে সম্ভব হবে। যেহেতু মহিলা সদস্যরা তুলনামূলকভাবে বড় আকারের ওয়ার্ডে কাজ করে তাই তাদের নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের সঙ্গে তাদের সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা স্থানীয় পর্যায়ে তাদের একটি শক্ত ভিত তৈরিতে সহায়তা করবে যার সূত্র ধরে যোগ্য ও সক্ষম ও উচ্চাকাঙ্খী যারা তারা জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দিবে।

জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ, ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলার নারী এসোসিয়েশনগুলোর সমর্থন এবং নারী ও পুরুষ সদস্যদের সম্পর্কে আরো বেশি ইতিবাচক অভিজ্ঞতা, সব মিলিয়ে নারীর অধিক হারে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করবে।

ন্যায়সঙ্গত কর নির্ধারণ ও সংগ্রহ তহবিলকে শক্তিশালী করবে

কমিউনিটির দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত নারী এবং সমাজের অন্যান্য সদস্যদের উন্নয়ন ঘটানোর ক্ষেত্রে একটি বাধা হলো সম্পদের সীমাবদ্ধতা। তবে ওয়েভের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই কমিউনিটির মানুষ যদি ব্যয় কিভাবে হবে সেই পরিকল্পনার পাশাপাশি কর নির্ধারণ ও সংগ্রহে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় তবে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য তহবিল বৃদ্ধি করা সম্ভব। নাগরিকগণ যখন জানতে ও বুঝতে পারেন কর ব্যবস্থা স্বচ্ছ ও সমতাপূর্ণ এবং এর সংগ্রহ ব্যবস্থার মধ্যে সততা রয়েছে তখন তারা কর প্রদানে দায় বোধ করেন এবং নির্ধারিত কর প্রদান করেন। ভবিষ্যতের কর্মসূচি প্রণয়নের সময় যদি কর আদায় ব্যবস্থায় কমিউনিটির সাধারণ মানুষ ও নেতৃত্বের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় তবে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সম্পদের অপর্যাপ্ততা সম্পর্কে যে কথা শোনা যায় সেই কথা তখন এতোটা শোনা যাবে না। কারণ স্থানীয় পর্যায়ে তখন তহবিল তৈরি হবে যা অনেক কাজে সহায়ক হবে।

প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের উপকরণ প্রমিতকরণ

এনজিও কর্মীরা প্রশিক্ষণ ও তথ্য বিতরণের মাধ্যমে কমিউনিটির সাধারণ মানুষ ও নেতৃত্বকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগত করার পরে তাদের দায়িত্ব হলো এই কাজটিকে আরো এগিয়ে নেয়া এবং এনজিও-র উপর থেকে নির্ভরশীলতা কমানো। কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের দায়িত্ব হলো প্রশিক্ষণ কর্মশালা, সহায়িকা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উপকরণ প্রমিতকরণ করা যাতে বার্ষিকভিত্তিতে ভোটারদের ও কর্মকর্তাদের গণতন্ত্রের নীতিমালা ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা সতেজ থাকে। তাছাড়া নতুন উপকরণও মাঝে মাঝে তৈরি করা যেতে পারে যার মাধ্যমে জনগণকে সতেজ তথ্য দেয়া যাবে আবার পুরনো তথ্য মনে করিয়ে দেয়া যাবে। এভাবেই অগ্রসর হতে হবে যেহেতু এই সকল উপকরণ পুনঃব্যবহার হবে এবং নতুন উপকরণ চালু করা হবে সেহেতু সমাজে একটি পরিবর্তনের সূচনা ঘটবে। ধীরে ধীরে সমাজে গণতান্ত্রিক নীতিমালা ও অধিকার সচেতনতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এর সূত্র ধরে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

কমিউনিটি সভাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

একইভাবে যেহেতু কমিউনিটি মিটিংগুলোতে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের সদস্যরা, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, এনজিও কর্মী এবং এলাকাবাসী উপস্থিত থাকেন অতএব এ ধরনের সভাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হলে সকল পক্ষেরই এতে উপস্থিত হওয়ার আগ্রহ বাড়বে। তাতে করে নিয়মিত মত বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হবে। বার্ষিক টাউন মিটিং এমন সুযোগ তৈরি করে দেয় সত্যি, কিন্তু নির্বাচনী এলাকার মানুষ তাদের উন্নয়নের লক্ষে আরো ঘন ঘন বসতে চান। এ ধরনের বসাটা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা সম্ভব হলে এলাকাবাসী তাদের পরামর্শ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দিতে পারবেন। তেমনি যে কোন ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম চূড়ান্ত করার আগে জনগণের মতামত জানার ক্ষেত্রে এই ধরনের ফোরাম বেশ কাজ করবে।

এভাবে কমিউনিটির অংশগ্রহণ ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ নিশ্চিত হবে। এ ব্যবস্থা জনগণের এটি সুপ্ত চাওয়া পূরণ করবে তারা বছরজুড়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলার এবং তাদের অভাব অভিযোগ জানানোর সুযোগ পাবে। অন্যদিকে নির্বাচিত প্রতিনিধিগন জনগণের কাছ থেকে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে পরামর্শ পাবেন।

নির্দিষ্ট ইস্যুতে কমিউনিটিতে সমন্বয় ও জাতীয় এডভোকেসি

এনজিও সহযোগীরা জানিয়েছেন কিছু কিছু ইস্যু আছে যেগুলো পুরোপুরিভাবে ও পর্যাপ্তভাবে শুধুমাত্র তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করে সমাধা করা যাবে না এই ধরনের ইস্যুগুলো নিয়ে জাতীয় পর্যায়েও এডভোকেসি করতে হবে। নাগরিক সমাজ স্থানীয় পর্যায়ের

এডভোকেসির সূত্র ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে এডভোকেসি করার মাধ্যমে এডভোকেসির একটি সমন্বিত ক্ষেত্র তৈরি করতে পারেন যেখান থেকে ইস্যুগুলো নিয়ে সকলে কাজ করবে। একটি উদাহরণ দেয়া যাক, ধরা যাক, আমলারা সরাসরি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহি করবেন আবার সংসদ সদস্য অবশ্যই সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন এবং একজন সংসদ সদস্য একটিমাত্র আসন থেকে নির্বাচন করতে পারবেন এবং তাকে তার নির্বাচনী এলাকায় বসবাস করতে হবে। এ ধরনের পদক্ষেপ নিশ্চিত করবে যে, স্থানীয় সমস্যাগুলোকে আরো ভালোভাবে বুঝা যাবে এবং সমাধান দেয়া সহজ হবে। এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি জনগণের কাছে জবাবদিহি করবেন। এই পদ্ধতিতে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে শাসন ব্যবস্থা আরো সুকাঠামোর মধ্যে আসবে এবং জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

শাসন ও ন্যায়বিচার লাভের সুযোগের মধ্যে শক্ত বন্ধন নিশ্চিত করা

সুশাসন প্রতিষ্ঠার একটি অন্যতম উপাদান হলো সুবিধাবঞ্চিত মানুষেরও ন্যায়বিচার লাভের সুযোগ থাকা। ডিপি কার্যক্রম দেখিয়েছে সাধারণ মানুষ শুধুমাত্র সুশাসন সম্পর্কে ধারণাই লাভ করেনি তারা স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদ কার্যক্রম এবং কমিউনিটিভিত্তিক এডভোকেসি গ্রুপের মাধ্যমে সুশাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পেরেছে আবার আইন সচেতনতা কর্মসূচি, এডিআর এবং আইন সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে এ সংক্রান্ত জ্ঞানও অর্জন করেছে। দুই ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে সহযোগী এনজিও কর্তৃক পরিচালিত কর্মএলাকার জনগণ সুশাসনের ও বিচার ব্যবস্থার সুফল উপলব্ধি করতে পেরেছে। সুবিধা বঞ্চিত জনগণ যারা কখনোই বুঝতে পারেনি সংবিধান অনুযায়ী তাদেরও অধিকার রয়েছে কিংবা আইন সহায়তা পাওয়ার ব্যাপারে স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদের কাছে তাদের কখনো কোন ধরনের প্রত্যাশা তৈরি হয়নি, তাদের স্বার্থ যখন রক্ষা করা হলো এবং তাদের মৌলিক সেবা প্রদান করা হলো তখন প্রথমবারের মতো স্থানীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনটি প্রকাশ পেল। এখন সুশাসন ও সুবিচার ধারণা অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে তবেই এক্ষেত্রে আরো অগ্রসর হওয়া যাবে।

এনজিও এবং সরকারি আমলাতন্ত্রের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণ

উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের কাছে এনজিওরা যত বেশি ও যত সহজে যেতে পারবে তত বেশি উপকৃত হবে স্থানীয় পর্যায়ের সাধারণ জনগণ। কারণ অনেক জটিল ইস্যু রয়েছে যেমন ভূমি বিতরণ। এ ধরনের জটিল সমস্যা মোকাবেলায় সমন্বয়ের প্রয়োজনটি সবচেয়ে বেশি। এ কাজে আরো দরকার হয় অব্যাহত এডভোকেসি। যিনি বা যারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতায় আছেন এ ধরনের পরিস্থিতিতে তাদেরকে নেটওয়ার্ক তৈরি ও জোট তৈরিতে এগিয়ে যেতে হবে তাতে করে নাগরিক সমাজ ও সরকার যৌথভাবে জনগণের সেবা করতে পারবে। এ ধরনের কোয়ালিশন একবার তৈরি হয়ে গেলে ভবিষ্যতে কাজ করা অনেক সহজ হয়ে যাবে কারণ তখন আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থাকবে না।

তাছাড়া এনজিও-র এডভোকেসি কার্যক্রমের মাধ্যমে একবার সরকারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কমিউনিটির সুসম্পর্ক তৈরি হয়ে গেলে পরবর্তীতে ঘনঘন সরকারি কর্মকর্তা বদলে গেলেও কাজ করতে কোন ধরনের অসুবিধা হবে না। আমাদের দেশে বাস্তবতা হলো সরকারের প্রশাসনে ঘনঘন বদলীর ঘটনা ঘটে। এ ধরনের ঘনঘন বদলী কার্যক্রমকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই আশা করা যায় অব্যাহত কাজ করার মধ্য দিয়ে এই অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে।

এনজিও গ্রুপকে এলাকাবাসী দ্বারা পরিচালিত সংস্থায় পরিণত করা

অন্যান্য দেশে দেখা যায় কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে এডভোকেসি করার লক্ষে এনজিও গ্রুপ কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে কার্যক্রমটি টেকসই ও প্রতিষ্ঠিত হলে এর দায়িত্ব গ্রহণ করে কমিউনিটির লোকজন, যারা একে একটি বিশেষ ধরনের সংস্থায়

পরিণত করে এবং সমাজের চাহিদা মোতাবেক তারা সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনা করে। একইভাবে বাংলাদেশের গ্রুপগুলো যেগুলো প্রথমত তৈরি হয়েছে এনজিও-র সুবিধাভোগী গ্রুপ হিসেবে এখন সেগুলো আরো স্থায়ী রূপলাভ করতে পারে যদি এর দায়িত্ব এলাকার নাগরিকগণ গ্রহণ করে এডভোকেসি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারেন। তারা সকলের স্বার্থে ও বৃহত্তর কল্যাণে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করতে চাপ প্রয়োগ করতে পারে। এ ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক চর্চা আরো এগিয়ে যায় এবং সাধারণ জনগণের মনের গভীরে আস্থার স্থান করে নেয়।

বিকেন্দ্রীকৃত অংশগ্রহণমূলক নীতি প্রণয়ন সংলাপকে উদ্বুদ্ধ করা

একথা সত্যি এডভোকেসি স্থানীয় পর্যায়ে দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু এই ধারা ধরে রাখতে হলে নতুন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজন রয়েছে। সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে একদম নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাফল্যের জন্য এমন হওয়াটার প্রয়োজন রয়েছে। তাই ভবিষ্যতে তৃণমূল পর্যায়ে এডভোকেসি কার্যক্রমে পরিমার্জন করার পাশাপাশি শাসন ব্যবস্থার কাঠামো ও পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে যা পুরো পদ্ধতিতে বিকেন্দ্রীকরণ কাঠামো নিয়ে আসবে।

এই কাঠামোর একটি ধাপ হলো প্রস্তাবিত উপজেলা কাউন্সিল যেখানে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব থাকবে। সেক্ষেত্রে উপজেলার প্রধান ব্যক্তি নিয়োগপ্রাপ্ত আমলা হবেন না। আর উপজেলা হলো ইউনিয়নের পরবর্তী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাঠামো। বর্তমানে বাংলাদেশে শুধুমাত্র ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। পরবর্তী দুই স্তর উপজেলা ও জেলায় সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ইউএনও এবং ডিসি থাকেন। তারপর আবার জনগণের ভোটে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য। এ ধরনের কাঠামো এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে রেখেছে যে নীতি সংক্রান্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগসূত্র খুবই কম থাকে। তাছাড়া জবাবদিহিতার পরিবেশও এই ব্যবস্থায় কম। নির্বাচিত প্রতিনিধি তথা প্রশাসন যারা উন্নয়নের উৎস অর্থনৈতিক সম্পদ এবং মানব সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তারা যদি অধিক জবাবদিহিতা করে তবে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা আরো উন্নত হতে পারে।

তাছাড়া উপজেলা কাউন্সিল থাকলে যে সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আগ্রহী হবেন এবং যোগ্যতা রাখবেন তারা আরো বেশি দায়িত্বের জন্য উপজেলা কাউন্সিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। বর্তমান ব্যবস্থায় সে সুযোগ রাখা হয়নি। তাই বিকেন্দ্রীকরণ এমনভাবে করতে হবে যাতে যোগ্যতাসম্পন্ন ও আস্থাশীল ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্য হওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। এ ধরনের ব্যবস্থা থাকলে তবেই নতুন নেতৃত্ব তৈরি হবে যার সুফল পাবে দেশ।

তৃণমূল পর্যায়ে এডভোকেসিকে বাধা দিচ্ছে এমন আইন পরীক্ষা করা

রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো নীতি ও আইনের এমন কাঠামো তৈরি করে দেয়া যাতে সাধারণ মানুষ নতুন কিছু করতে উদ্বুদ্ধ হয়। পাশাপাশি উন্নয়ন প্রকল্পগুলো জনসাধারণের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। মত প্রকাশের সুযোগ যদি থাকে এবং অংশগ্রহণের জন্য যদি উৎসাহিত করা হয় তবে স্থানীয় কমিউনিটি তাদের নিজেদেরকে সংগঠিত করতে পারে। তাদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারে। তারা তখন নিজেদের উন্নয়নের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে পারে। শুধু তাই নয় প্রকল্প বাস্তবায়নের খুটিনাটি দিক তারাই তদারকি করতে পারে। এমন কিছু কিছু উদাহরণ আছে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাধার সম্মুখীন হয়েছে তৃণমূল পর্যায়ে আন্দোলন করতে বাধা দেয়ার কারণে। কথা বলার বা সমবেত হওয়ার স্বাধীনতা না থাকা– এ

ধরনের আইনগুলো পুনঃপর্যালোচনা ও পুনঃপরীক্ষিত হওয়া দরকার। জনসাধারণকে তাদের কাজে উৎসাহিত করতে হবে ও বিভিন্ন কাজে তাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে হবে।

এডভোকেসি গ্রুপের সামর্থ্য বৃদ্ধি

কমিউনিটি এডভোকেসি গ্রুপকে শক্তিশালী করার লক্ষে তাদের সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে হবে। তারা যাতে নিজেরা নিজেদের ম্যানেজ করতে পারে সে ধরনের সামর্থ্য তাদের মধ্যে তৈরি করতে হবে। ভবিষ্যতের এডভোকেসি কর্মসূচি সাজাতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ থেকে। কাজের মধ্যে বৈচিত্র আনতে হবে। নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক দক্ষতার এমন অবস্থা তৈরি করতে হবে যাতে সংস্থাগুলো পরবর্তীতে নিজেরা নিজেদের প্রকল্পগুলো পরিচালনা করতে পারে। শিক্ষার স্তর ও সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে কোন কোন ধরনের যেমন ঃ শিক্ষা, স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ ইত্যাদির দরকার হতে পার। গ্রুপগুলো ভবিষ্যতে এনজিও-র সহায়তা ছাড়াই টিকে থাকবে সে রকম দক্ষতা ও সামর্থ্য অর্জনের প্রয়োজনে তাদের প্রশিক্ষণের দরকার হতে পারে।